# আল্লাহর দল
# ও
# শয়তানের দল

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী

# আল্লাহর দল
# ও
# শয়তানের দল

www.pathagar.com

# আল্লাহর দল
# ও
# শয়তানের দল

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী
সংবাদ পাঠক
রেডিও জেদ্দা, সৌদি আরব

আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ❖ কাটাবন ❖ বাংলাবাজার

www.pathagar.com

# আল্লাহর দল ও শয়তানের দল

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী

ISBN : 978-984-8808-29-0

গ্রন্থ স্বত্ব : লেখক

**প্রকাশনায়**
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন-৯৬৭০৬৮৬, ০১৭১৫১০৬৫৫০

**প্রকাশকাল**
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১১
দ্বিতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৩

**প্রচ্ছদ** : নাসির উদ্দিন

**কম্পোজ ও মুদ্রণ**
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১০০০। মোবাঃ ০১৭২৬৮৬৮২০২

**মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা মাত্র**

---

**Allahor Dol O Shaitaner Dol** (Follower of Allah and Follower of devil) Written by Moh. Zillur Rahman Hashemi, Published by Ahsan Publication, Katabon Masjid Campus, Dhaka-1000, Second Edition 2013 Price Tk. 40.00 only.

**AP-80**

www.pathagar.com

তোহ্‌ফা

*শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুর মাওলানা লুৎফর রহমান*

*শাশুড়ি জাহানারা বেগম এবং*

*সহধর্মিণী আয়েশা আক্তার হাছিনার*

*নাজাতের উদ্দেশ্যে–*

www.pathagar.com

# ভূমিকা

আমাদের সকলের প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত "মানব জাতির" অন্তর্ভুক্ত করে সত্য ও মিথ্যার দিক নির্দেশনাস্বরূপ সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেছেন। বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অসংখ্য সলাত ও সালাম জানাচ্ছি, যার আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি। সেই শ্রেষ্ঠ মহামানবের আদর্শ অনুসরণ করে আমরা যেন আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি, এই প্রার্থনা করছি।

অনেক মুসলিম আফসোস করে বলতে থাকে, আমাদের আল্লাহ হচ্ছেন একজন; আমাদের রাসূল হচ্ছেন একজন, আমাদের ধর্ম হচ্ছে একটি; আর সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থও একটি। কিন্তু মুসলমানের মধ্যে অসংখ্য দল ও মতের অনুসারী দেখে আমরা সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্তিতে পড়েছি। কেউ বলে আমি সুন্নী, আবার কেউ ওহাবী, কেউ খারেজী, কেউ তাবলীগী, কেউ জামায়াতী, কেউ পীর বা সুফীবাদী, কেউ মাইজ ভাণ্ডারী, কেউ আশেকে রাসূল, আবার কেউ সালাফি, কেউ আহলে হাদীস, কেউ কউমি, কেউ সেন্টারী, কেউ দেউবন্দীসহ অসংখ্য ফিরকার কথা আমরা শুনতে পাই। ঐ দলগুলো সকলেই তাদের দলকে সঠিক ও সত্যপথের অনুসারী দাবী করে। ঐ দলগুলো থেকে সঠিক ও আল্লাহর মনোনীত দল কোন্‌টি, তা কিভাবে বের করবো? এই বইটিতে আমরা তা আলোচনা করেছি।

অন্যদিকে, আল্লাহর দল ও শয়তানের দলের কাজগুলো আল-কুরআন ও হাদীসে রাসূলের আলোকে পেশ করা হয়েছে। যারা আল্লাহর দলের অনুসারী, তাদের কার্যাবলী দ্বারাই প্রমাণিত হবে তারাই হিযবুল্লাহ। আর যারা শয়তান ও তার দোসরদের কার্যাবলী অনুসরণ করবে, তারাই হিযবুশ শয়তান হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা আশা করছি বইটি বিভিন্ন বিভ্রান্তির সমাধান হিসেবে মুসলিম সমাজকে সঠিক দিক নির্দেশনাস্বরূপ কাজ করবে।

এ গ্রন্থটির প্রয়োজনীয় সম্পাদনা ও ভ্রম সংশোধন করেন মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা। এরপরও পাঠকবৃন্দের কাছে কোনো ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লেখার অনুরোধ করছি, পরবর্তী সংস্করণে তা সংযোজন ও বিয়োজন করতে চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

১৫ই এপ্রিল-২০১১
১১জমা. আ.১৪৩২

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী
গ্রাম ঃ করইবন (উত্তর পাড়া), পোঃ মিয়ার বাজার
থানা ঃ চৌদ্দগ্রাম, জেলা ঃ কুমিল্লা, বাংলাদেশ
ফোন-০০৯৬৬৫৩২৯০০৯৫ (সৌদীআরব)
০১৮১৭-৬৬৬৯৬৪ (বাংলাদেশ)

www.pathagar.com

## সূচীপত্র


- ❒ আল কুরআনে "দলের ধারণা" ৯
- ❒ আল হাদীসে "দলের ধারণা" ১২
- ❒ জাতি থেকে দলের উৎপত্তি ১৪
- ❒ শয়তানের নামসমূহ ২০
- ❒ শয়তান চেনায় উপায় ২৩
- ❒ কাকে আল্লাহ ভালবাসেন না ২৬
- ❒ শয়তানের দল ২৮
- ❒ শয়তানের দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৯
- ❒ শয়তানের দলে কারা যুক্ত হয় ৪২
- ❒ মুনাফিকের দল ৪৬
- ❒ কারা তিহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত ৪৭
- ❒ আল্লাহর দল ৪৯
- ❒ কাকে আল্লাহ ভালবাসেন ৫১
- ❒ আল্লাহর দলের লোকের কার্যাবলী ৫৪
- ❒ মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি ৫৭
- ❒ রাসূলের (সা) কার্যাবলী ৫৯


www.pathagar.com

www.pathagar.com

## আল-কুরআনে "দলের ধারণা"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা "দল" বুঝাতে আল-কুরআনে দু'টো সূরা সরাসরি তুলে ধরেছেন। ঐ সূরাদ্বয় হচ্ছে "সূরাতুল আহযাব" যার অর্থ হচ্ছে 'দলসমূহ' অপর সূরাটির নাম হচ্ছে 'আয-যুমার' এর অর্থ হচ্ছে 'দল, গ্রুপ, চক্র। (আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, পৃষ্ঠা-৪৪৫)

অপর দিকে দলের লোকেরা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়, এই দৃষ্টিতে আরো তিনটি সূরা অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সে সূরাগুলো হচ্ছে (ক) সূরা আস্-সাফ্ফাত (খ) সূরা আস-সফ (গ) সূরা আল-জুমু'আ।

তাছাড়া 'দল' বুঝাতে বেশ সংখ্যক শব্দ আল-কুরআনে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, ঐ শব্দগুলো ধারাবাহিকভাবে আপনাদের কাছে তুলে ধরছি।

* ত্বায়েফা ঃ এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে দল, সম্প্রদায়, কতিপয় লোক। (আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, পৃষ্ঠা-৫৩৩)

এ সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত আল-কুরআনে এসেছে। তন্মধ্যে আল্লাহ বলেন :

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلاَ ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ. (ال عمران : ١٢٢)

অর্থ : যখন তোমাদের দু'টো দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো, আর আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন। আল্লাহর উপর ভরসা করা মুমিনের উচিৎ। (সূরা আলে ইমরান-১২২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَ اِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا.

(الحجرات :٩)

অর্থ : মুমিনদের দু'টো দল যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে বসে, তখন তোমরা উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। (সূরা হুজুরাত-৯)



www.pathagar.com

* যুমার : আল্লাহ তা'আলা 'দল' বুঝাতে যুমার শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا... وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. (الزمر : ٧٢، ٧١)

অর্থ : যারা কাফের, তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে অপর দিকে তাকওয়াবানদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নেয়া হবে। (সূরা যুমার-৭১-৭৩)

* ফেয়াহ ঃ দল বুঝাতে আল্লাহ তা'আলা ফেয়াহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহ বলেন :

فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِنْكُمْ إِنِّيْ أَرٰى مَالاَ تَرَوْنَ. (الانفال : ٤٨)

অর্থ : (বদর যুদ্ধে) উভয় বাহিনী যখন সামনা সামনি উপনীত হলো, তখন (শয়তান) দ্রুত পেছনে পালিয়ে গেলো এবং বললো আমি (কাফেরের) সাথে নেই। আমি যা দেখতে পাচ্ছি (ফেরেশতা) তোমরা তা দেখতে পাওনি। (সূরা আনফাল-৪৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأُخْرٰى كَافِرَةٌ. (ال عمران : ١٣)

একটি দল আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করছে আর অন্যটি কাফেরদের দল। (সূরা আলে ইমরান-১৩)

* ফারিক : এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে দল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ. (الشورى : ٧)

একদল জান্নাতে যাবে একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা শূরা-৭)

وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمَ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَأْسِرُوْنَ فَرِيْقًا. (الاحزاب : ٢٦)

অর্থ : কাফেরদের অন্তরে মুসলমানদের সম্পর্কে এক ভীতির সঞ্চার করালেন,


www.pathagar.com

আজ তোমরা এক দলকে হত্যা করছো আর অন্য দলকে বন্দী করছো। (সূরা আহযাব-২৬)

*** শিয়াহ ঃ** দল বুঝাতে আল্লাহ 'শিয়াহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ বলেন,

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا. (الروم : ٣٢)

যারা দ্বীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে তারাই অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। (সূরা আর-রূম-৩২)

যারা দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। তাদের কোন ব্যাপারে আপনার সাথে সম্পর্ক নেই। (সূরা আন'আম-১৫৯)

আল্লাহ আরো বলেন :

اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ. (انعام : ٦٥)

অর্থ : তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে দল-উপদলে বিভক্ত করে একদলকে আরেক দলের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। (সূরা আন'আম-৬৫)

*** ফেরকাহ ঃ** একটি বড়দলের ক্ষুদ্র অংশকে ফেরকাহ বলে। দ্বীনের প্রসারের জন্য ছোট ছোট দল হয়ে বের হতে আল্লাহ উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ. (توبة : ١٢٢)

অর্থ : সমস্ত মুমিন অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়। দ্বীনের জ্ঞান লাভ করতে দলের একটি অংশ (ফেরকাহ) কেন বের হলো না। (সূরা আত-তাওবা-১২২)

*** হিযব ঃ** হিযব শব্দের অর্থ হচ্ছে 'দল'। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ط كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ.

(المومنون : ٥٣)

অর্থ : কিছু লোক নিজেদের মধ্যে (মৌলিক) বিষয়কে বহু বিভক্ত করে ফেলেছে। আর প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে, তা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট। (সূরা মুমিনুন-৫৩)


www.pathagar.com

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হিযবুল্লাহ ও হিযবুশ শয়তানের কথা তুলে ধরে বলেন :

اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ..... اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. (المجادلة : ٢٢، ١٩)

অর্থ : (হে রাসূল) তুমি জেনে রাখ! শয়তানের দলের ধ্বংস অনিবার্য আর এও জেনে রাখো আল্লাহর দলই সফলকামী হবে। (সূরা মুজাদালাহ-১৯, ২২)

* **মিল্লাত ঃ** আরবীতে মিল্লাত বলতে দল, জাতি, ধর্ম বুঝায়। (আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, পৃষ্ঠা-৮২৭)

আল্লাহ তা'আলা "দল" বুঝাতে আল-কুরআনে মিল্লাত শব্দটি তুলে ধরে বলেন :

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ... (الحج : ٧٨)

অর্থ : তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের মিল্লাতে বা দলে থাকো, তিনিই পূর্বেই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন। (সূরা হজ্জ-৭৮)

## আল-হাদীসে "দলের" ধারণা

আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর অমৃতবাণীগুলোতে 'দলের' ধারণা তুলে ধরেছেন। ঐ বাণীগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

* **ত্বা'য়েফা ঃ** ছাউবান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন :

لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لَايَضُرُّهُمْ مَنْ يَخْذُلُهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ. (مسلم)

অর্থ ঃ আমার উম্মতের একটি 'দল' সব সময় প্রকাশ্যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কেউ তাদের ক্ষতি বা ব্যর্থ করতে পারবে না। (মুসলিম শরীফ)

* "মিল্লাত ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন :

اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ


www.pathagar.com

عَلٰى ثَلاَثَ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلاَّ وَاحِدَةً قَالُوْا مَاهِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ. (ترمذى)

অর্থ : বনী-ইসরাঈলরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো আর আমার উম্মত তিহাত্তর 'মিল্লাতে' বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া সকল দলই জাহান্নামী হবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, সেই দলটি কারা হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, "তারা হচ্ছে সেই লোক যারা অনুসরণ করবে আমার ও আমার সাহাবীদের আদর্শ।" (তিরমিযী)

* ফিরকা ঃ রাসূল (সা.) বলেছেন :

تَفَرَّقَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى اِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً اَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعُوْنَ فِرْقَةً وَالنَّصَارٰى مِثْلَ ذٰلِكَ وَتَفَرَّقَتْ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلاَثَ وَسَبْعُوْنَ فِرْقَةً.

(ترمذى)

অর্থ : ইয়াহুদীরা একাত্তর বা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিলো। খ্রীষ্টানগণ অনুরূপই বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। আর আমার উম্মত তিহাত্তর দলে পৃথক হবে। (তিরমিযী)

* আল-জামায়াহ ঃ হারেস আল-আশয়ারী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন :

اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ اَلْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. (احمد)

অর্থ : আমি তোমাদেরকে পাঁচটি জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি, যে নির্দেশটি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। তা হচ্ছে, দলবদ্ধ থাকা, নেতার কথা শ্রবণ ও আনুগত্য প্রকাশ করা, হিজরত এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করা। (আহমাদ)

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) 'জামায়াত' সম্পর্কে বলেন :

لاَ اِسْلاَمَ اِلاَّ بِالْجَمَاعَةِ وَلاَجَمَاعَةَ اِلاَّ بِاِمَارَةٍ. (جامع بيت العلم)


www.pathagar.com

অর্থ : দল ছাড়া ইসলাম গঠিত হতে পারে না আর আমীর বা নেতা ছাড়া দল থাকতে পারে না। (জামে বায়তুল ইলম)

এ নামগুলোর মধ্যে থেকে রাসূল (সা.) 'জামায়াত' শব্দটি মুসলিমের জন্য বেশী ব্যবহার করতেন। যেমন রাসূল (সা.) বলতেন :

يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ. (ترمذى، النسائى)

অর্থ : দলবদ্ধ থাকার মধ্যে আল্লাহর হাত (রহমত) রয়েছে। (তিরমিযী) অন্য বর্ণনায় আছে

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ. অর্থ : তোমরা দলবদ্ধ হয়ে থাকো।

রাসূল (সা.) 'জামায়াত' সম্পর্কে আরো বলেছেন ঃ

مَنْ اَرَادَ مِنْكُمْ بِحَبُوْحَةِ الْجَنَّةَ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةُ. (أحمد، ترمذى)

অর্থ : যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যখানে বসবাস করতে চায় তাঁর উচিৎ 'জামায়াত' (দলবদ্ধ) হয়ে থাকা। (আহমাদ, তিরমিযী) রাসূল (সা.) আরো বলেছেন

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةِ فَمَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةٍ. (مسلم)

অর্থ : যে ব্যক্তি আনুগত্য পরিত্যাগ করে এবং সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগের মৃত্যু। (মুসলিম)

## জাতি থেকে দলের উৎপত্তি

মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই আল্লাহ তা'আলার "একত্ববাদ"-এর দাওয়াত দেয়ার জন্যে যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। সকল নবী ও রাসূলদের দাওয়াতের পদ্ধতি একই রকমের ছিলো। সর্বপ্রথম তারা তাদের "জাতির" কাছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত পালন এবং অন্য উপাস্যের উপাসনা বর্জনের আহবান জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন :

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ. (هود : ٥٠)


www.pathagar.com

হে আমার জাতি, আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই। (সূরা হূদ-৫০)

কউম আরবী শব্দ। এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ঃ জাতি, ইংরেজীতে বলা হয় 'NATION'। (আল-মাওয়ারিদ ডিকশনারী, পৃষ্ঠা-৮৭৭)

যুগ যুগ ধরে অনেক জাতি নবী ও রাসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিলো। আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। কিন্তু নবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আল্লাহ শোয়াইব (আ.) এর জাতি সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ.

(هود : ٩٤)

অর্থ : যখন আমার (আযাবের) নির্দেশ আসলো, আমি শোয়ায়েব ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারদেরকে নিজ রহমতে রক্ষা করি। আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন পতিত হলো। ফলে ভোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো। (সূরা হূদ-৯৪)

আল্লাহর নবী শোয়ায়েব (আ.) তাঁর জাতির লোকদেরকে বললেন :

وَيَا قَوْمِ لَايَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. (هود : ٨٩)

অর্থ : হে আমার জাতি! তোমরা আমার সাথে জিদ করে নূহ বা হূদ অথবা সালেহ (আ.) এর কউমের মতো নিজেদের উপর আযাব ডেকে আনবে না। (সূরা হূদ-৮৯)

এরপর বিশ্বের মধ্যে শক্তিশালী আদ ও ফেরাউনের জাতির লোকেরা রাসূলদের দাওয়াত অস্বীকার করে বসলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ. (ص : ١٢)

অর্থ : তাদের পূর্বেও রাসূলদের মিথ্যারোপ করেছিলো নূহ, আদ, কিলকবিশিষ্ট ফেরাউন। (সূরা সোয়াদ-১২)


www.pathagar.com

সর্বশেষ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল "মুহাম্মাদ" (সা.) ও তার জাতি কোরাইশ বংশের লোকেরা তাঁর দাওয়াত অস্বীকার করে তাকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো। এরপর তিনি আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেন। নব গঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দুনিয়া থেকে শেষ করে দেয়ার জন্য 'কোরাইশ জাতি' বদরের ময়দানে রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছিলো। আল্লাহ তা'আলা কাণ্ডজ্ঞানহীন কোরাইশ জাতির সাথে মুসলমানদেরকে উৎসাহ প্রদান করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আহবান জানান। এ যুদ্ধটি ছিলো সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফয়সালা। আল্লাহ এরশাদ করেন :

وَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّايَفْقَهُوْنَ. (الانفال : ٦٥)

অর্থ : আর যদি তোমাদের মধ্যে একশত লোক থাকো, তবে এক হাজার কাফেরদের উপরে বিজয়ী হবে। কারণ ঐ জাতিটি জ্ঞানহীন। (সূরা আনফাল-৬৫)

আল-কুরআনের আয়াত দিয়ে আমরা আপনাদেরকে কউম বা জাতির একটি ধারণা তুলে ধরেছি। কারণ, কোন একটি দেশে বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের লোক বাস করে এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের লোকও বাস করে থাকে। ঐ ভূখণ্ডে যারা বাস করে, তাদেরকে ঐ দেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়। সে যদি বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণ করে তাকে বাংলাদেশী বলে, ভারতে বাস করলে ভারতীয়, রাশিয়ায় বাস করলে রাশিয়ান ও ইতালীতে বাস করলে ইতালীয়ান জাতি বলে পরিগণিত করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা বিশ্বে বিভিন্ন জাতি ও গোত্র সৃষ্টির পেছনে কি রহস্য তা তুলে ধরে বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا. (الحجرات : ١٣)

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! তোমাদেরকে আমি এক পুরুষ (আদম) এক নারী (হাওয়া) থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিতি লাভ করতে পারো। (সূরা হুজুরাত-১৩)


www.pathagar.com

ঐ জাতিগুলোর মধ্যে কেউ কেউ তাদের অতীত গৌরবের ইতিহাস তুলে ধরে অহংকার ও গর্ব প্রকাশ করতো। যেমন অন্ধকার যুগের লোকেরা নিজ জাতি ও বংশের গৌরব প্রকাশ করতো। এমন কি, একই ভূখণ্ডে বসবাসকারী এক গোত্র অন্য গোত্র ও বংশের উপর আক্রমণ, নিপীড়ন চালাতো। আপন বংশ ও গোত্রের গৌরব ধরে রাখার জন্যে অন্য গোত্রের সাথে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতো। তাদের মধ্যে আল্লাহকে ভয় করার মতো খুবই নগণ্য লোক ছিলো। তাই আমাদের মুনিব আল্লাহ শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন;

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ. (الحجرات : ١٣)

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে তোমাদের মধ্যে তাকওয়াবান। (সূরা হুজুরাত-১৩)

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা.) স্বীয় উটনির পিঠে সওয়ার হয়ে ক্বাবা শরীফে তাওয়াফ করেন। তাওয়াফ শেষে তিনি বক্তৃতা প্রদান করে বলেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি অন্ধকার যুগের গর্ব ও অহংকার তোমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন। এখন মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত (এক) সৎ, পরহেযগার ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সম্ভ্রান্ত; (দুই) পাপাচারী, হতভাগা ব্যক্তি আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। তারপর তিনি সূরা হুজরাতের ১৩ নং আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। (তিরমিযী, তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন)

এই আলোচনা থেকে আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি যে, ইসলামী জীবন বিধানে জাতীয়তা ও বংশ এবং গোত্রের গৌরব ও অহংকার করা সম্পূর্ণ নিষেধ। আফ্রিকার হাবশি বেলালকে রাসূল (সা.) মুয়াযযিন নিযুক্ত করেছিলেন, অপরদিকে অন্ধ আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুমকে মসজিদে নওবীর মোয়াযযিন ও রাসূলের অবর্তমানে তাঁকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। সেখানে কে কোন বংশ ও গোত্র এবং কোন জাতির তা লক্ষ্য করা হয়নি। রাসূল (সা.) দেখেছেন : কার মধ্যে ঈমান ও তাকওয়া সর্বাধিক বেশী। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে বর্তমানে মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অন্য বংশ, গোত্র ও জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন ও অপমান করে থাকেন। কোন বংশের লোক অপরাধ করে ফেললে, তার গোটা জাতি, গোত্র এবং বংশ তুলে গালি গালাজ করে থাকে। আবার কাউকে উপহাস ও ঠাট্টা করতে থাকে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন পবিত্র কুরআনের সূরা আল-হুজুরাতের ১১ নং আয়াতে উপহাস ও মন্দ নামে ডাকা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। যার


www.pathagar.com

উপহাস করা হচ্ছে সে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন মুসলমানদের জন্য দু'টো শব্দ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে "উম্মত" আর অন্যটি হচ্ছে "মিল্লাত"। উম্মত শব্দের অর্থ জাতি, জনগণ, সময়, মেয়াদ, পথ, ধর্ম। (আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, পৃষ্ঠা-১২৬)

অপর দিকে "মিল্লাত" শব্দের অর্থ : জাতি, ধর্ম, দল, সম্প্রদায়। (আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, পৃষ্ঠা-৮২৭)

আল্লাহ তা'আলা 'উম্মত' শব্দটি আল-কুরআনে অনেক স্থানে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلاَّ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا. (يونس : ١٩)

সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিলো, পরে তারা পৃথক হয়ে গেছে। (সূরা ইউনুস-১৯)

উম্মত শব্দটি অন্য আয়াতে আল্লাহ তুলে ধরে বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ. (النحل : ٣٦)

অর্থ : আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে বেঁচে থাকো। (সূরা নাহল-৩৬)

অনেক জাতির কাছে আল্লাহ নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। কিন্তু ঐ জাতিগুলো নবী ও রাসূলের দাওয়াত অস্বীকার করায় তাদেরকে আল্লাহ একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ. (المومنون : ٤٤)

অর্থ : যখন কোন উম্মতের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছে, তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। এরপর আমি তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করেছি। তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণতি করেছি। (সূরা মুমিনুন-৪৪)

অপর দিকে 'মিল্লাত' শব্দটি আল্লাহ তুলে ধরে বলেছেন :


www.pathagar.com

مِلَّةَ أَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ. (الحج : ٧٨)

ইব্রাহিমের মিল্লাতে কায়েম থাকো। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও। (সূরা হজ্জ-৭৮)

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে 'মিল্লাত' শব্দটি উল্লেখ করে বলেছেন :

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ. (البقرة : ١٣)

ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায়? ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করেছে। (সূরা বাকারা-১৩০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ اِنْ هٰذَا اِلاَّ اخْتِلاَقٌ. (ص : ٧)

অর্থ : (একজন ইলাহ গ্রহণ করা) আমরা পূর্বের মিল্লাতে এ কথা শুনেনি, এটি মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা সোয়াদ-৭)

এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে, সমস্ত আদম সন্তান প্রথমে একত্ববাদে বিশ্বাসী একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, পরে তারা তাওহীদের মধ্যে শির্ক ও কুফর মিশ্রিত করার কারণে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এরপর বিভিন্ন জাতি থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যখন ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরী ও শির্কী কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে, তখন কাফের ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আদম সন্তানদের মধ্যে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হওয়া ঈমান ও ইসলামের বিমুখতার কারণেই হয়েছে। ভাষা, দেশ কিংবা গোত্র ও বর্ণের ভিত্তিতে মানুষের বিভিন্ন সম্প্রদায় সাব্যস্ত করা মূর্খতার একটি নয়া দৃষ্টান্ত, যা আধুনিক প্রগতির সৃষ্টি। সুতরাং দেশভিত্তিক জাতীয়তা অর্থহীন। (তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন-এ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে উম্মত ও মিল্লাত বলার কারণ হচ্ছে– "তারা অভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে একত্রিত হয়েছে। বংশীয়, স্বাদেশিক বা আর্থিক স্বার্থের কারণে তাদেরকে উম্মত বলা হয়নি; বরং তাদের জীবনের লক্ষ্য এবং নীতি ও আদর্শের কারণে এ শব্দ দু'টো উল্লেখ করেছেন। ঐ উম্মতের করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :


www.pathagar.com

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ. (ال عمران : ١١٠)

অর্থ : তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যে। তোমরা সৎ পথের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে এবং আল্লার প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা আলে ইমরান-১১০)

এই শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে এমন একটি "দল" থাকা দরকার, যারা সুকৃতির আদেশ এবং দুষ্কৃতির মূলোৎপাটনের জন্য সব সময় কাজ করবে। ঐ দলটি সফলকামী। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. (ال عمران : ١٠٤)

অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন একটি 'দল' থাকা উচিৎ, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবে। তারাই হলো সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান-১০৪)

ঐ দলটির নাম ও তাদের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকবে, তা আমরা সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

## শয়তানের নামসমূহ

আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন পবিত্র কুরআনে শয়তানের কয়েকটি নাম তুলে ধরেছেন এবং শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর বাণীতেও শয়তানের কিছু নাম পাওয়া যায়। ঐ নামগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি :

১. ইবলিস ঃ আরবী ভাষায় "ইবলিস" শব্দের অর্থ হচ্ছে নিরাশ হওয়া, নিশ্চুপ হওয়া বা লজ্জিত হওয়া। (আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, পৃষ্ঠা-২২)

ইবলিস আশা করছিলো তার জাতি থেকে আল্লাহ খলিফা বানাবেন, যখন দেখলো যে, তার জাতি থেকে প্রতিনিধি বানানো হয়নি। তখন সে নিরাশ হয়ে গেলো, হতভম্ব হয়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলা যখনই তাকে ডেকেছেন তখনই ইবলিস বলে ডেকেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন :



www.pathagar.com

قَالَ يَا اِبْلِيْسُ مَالَكَ اَلاَّ تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ. (الحجر : ٣٢)

অর্থ : আল্লাহ বলেন হে ইবলিস, তোমার কি হলো তুমি যে সাজদাকারীদের দলে শামিল হলে না। (সূরা হিজর-৩২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

قَالَ يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ. (ص : ٧٥)

অর্থ : আল্লাহ বলেন, হে ইবলিস! তোমাকে কোন জিনিস সাজদা করা থেকে বিরত রাখলো, আমি তোমাকে নিজ হাতে বানিয়েছি। (সূরা সদ-৭৫)

২. শয়তান ঃ শয়তান শব্দের অর্থ প্রচণ্ড অবাধ্য হওয়া। সে মহান আল্লাহর আদেশের প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করেছিলো এবং গর্ব প্রকাশ করায় আল্লাহ তার নাম রেখেছেন শয়তান। (আলমে জ্বিন ও শাইয়াতিন, পৃষ্ঠা-২০)

তাই যারা কাফের বেঈমান, তারা বাস্তব সত্যকে স্বীকার না করে অবাধ্য হয়ে উঠে এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, নিজেকে অনেক কিছু ভাবে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا. (مريم : ٨٣)

অর্থ : আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে মন্দ কাজে উৎসাহ দেয়। (সূরা মারিয়াম-৮৩)

শয়তান ও তার দোসররা সব সময় নিজেকে বড় মনে করে।

আল্লাহর সামনে শয়তান বলেছিলো :

اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ. (اسراء : ٦٢)

অর্থ : আপনি (আদম)-কে আমার চাইতে উচ্চ মর্যাদায় তুলে দিলেন? (সূরা ইসরা-৬২)

এ আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা যাচ্ছে শয়তান ও তার দোসরগণ অহংকারী।

৩. তাগুত ঃ এ শব্দটি আরবী-এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহদ্রোহী, বিপথে পরিচালনা কারী, দেবতা, মূর্তি, শয়তান। (আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, পৃ. ৫৩৪)

তাফসীরকারকগণ তাগুত বলতে শয়তানকে বুঝিয়েছেন। (তাইসীর আল কারিমির রহমান-১৪৫)


www.pathagar.com

ঈমানদারগণ আল্লাহর পথে (সত্যকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে) সংগ্রাম করে, অপর দিকে কাফের বেঈমানরা শয়তানের (তাগুতের) রাস্তায় সংগ্রাম করে।

এ কথাটুকু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এরশাদ করেছেন;

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا. (النساء : ٧٦)

অর্থ : যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা শয়তানের পক্ষে লড়াই করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল। (সূরা নিসা-৭৬)

৪. কারিন ঃ এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে সঙ্গী, সহচর, দোসর। (আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, পৃ. ৬৩৭)

কারিন শব্দটি আল-কুরআনে ঈমানদার ও শয়তানের বন্ধু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। (তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন)

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শয়তান সম্পর্কে বলেন ঃ

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ. (ق : ٢٧)

অর্থ ঃ তার সঙ্গী শয়তান বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করেনি। বস্তুত ঃ সে নিজেই ছিল সুদূর ভ্রান্তিতে লিপ্ত। (সূরা ক্বফ-২৭)

রাসূল (সা.) হাদীসে তুলে ধরেছেন, প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন জ্বিন (কারিন) শয়তান ও একজন ফেরেশতা (কারিন) অর্পণ করা হয়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাথেও কি কারিন আছে। রাসূল (সা.) বললেন হ্যাঁ, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমার সঙ্গী শয়তানটি ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে আমাকে কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু নির্দেশ দেয় না। (মুসলিম শরীফ)

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন পবিত্র কুরআনের সূরা যুখরুফে ও সূরা হা-মীম-সাজদায় এই কারিন শব্দ উল্লেখ করেছেন।

৫. খান্নাস ঃ এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে পেছনে সরে যাওয়া। (তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন)


www.pathagar.com

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ সূরা আন-নাসে শয়তানের আরেকটি নাম খান্নাস রেখেছেন। অর্থাৎ, মানুষ যখন আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণ) করে, তখন সে পেছনে সরে যায়; আবার যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পড়ে, তখন ঐ (খান্নাস) মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়। মানুষ শয়তানের আওয়াজ শুনতে পায় না, কিন্তু শয়তানের আহবান বুঝতে পারে। (কুরতুবী)

৬. খনযব ঃ শয়তানের আরেকটি নাম হচ্ছে খনযব।

ওসমান বিন আবিল আস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গিয়ে বললেন :

আমার নামায ও কুরআন তেলাওয়াতে শয়তান প্রবেশ করে সমস্যা সৃষ্টি করে। তখন রাসূল (সা.) বললেন ঃ

ذَاكَ الشَّيْطَانُ يُقَالُ لَهُ خَنْذَبٌ فَإِذَا اَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ ثَلاَثًا وَاتْفَلْ عَنْ يَسَارِكَ. (أبو داود، مجمع النوائد)

অর্থ : এটি শয়তান, তার নাম হচ্ছে খনযব। যখন তুমি তা অনুভব করবে তখন তুমি তিনবার আল্লাহর কাছে সাহায্য চাবে এবং বাম দিকে থুথু ফেলবে। (আবু দাউদ)

৭. খুবস ওয়াল খাবায়েস ঃ খুবস হচ্ছে পুরুষ শয়তান আর খাবায়েস হচ্ছে মহিলা শয়তান। মানুষ যখন বাথরুমে পেশাব, পায়খানা ও গোছল করতে প্রবেশ করে তখন ঐ শয়তানদ্বয় মানুষের গোপন অংগ দেখে মানুষের উপর আছর করে বসে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বাথরুমে যাওয়ার সময় এই দু'আটি পড়তে বলেছেন তা হচ্ছে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. (متفق عليه)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নর-নারী উভয়রূপী শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী-মুসলিম)

## শয়তান চেনার উপায়

মানুষ নামক শয়তানগুলোকে চেনা যায়, কিন্তু জ্বিন শয়তানগুলোকে মানুষ দেখতে পায় না, তাই তারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে মানুষের ক্ষতি করতে থাকে। আল-কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গিতে শয়তান চেনার কিছু চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।


www.pathagar.com

* শয়তানের আকৃতি দেখতে খারাপ ঃ আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন শয়তানের কুৎসিৎ চেহারার কথা পবিত্র কুরআনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ.

(الصافات : ٦٥، ٦٤)

অর্থ : এটি একটি বৃক্ষ, যা উৎপন্ন হয় জাহান্নামের মূলে, এর মাথা শয়তানের মাথার মত। (সূরা সফফাত-৬৪-৬৫)

এর মাধ্যমে আল্লাহ বুঝতে চাচ্ছেন : তার চেহারাটি খুবই কুৎসিৎ, যা দেখতে কারো ভাল লাগে না।

* কালো কুকুর হচ্ছে শয়তান ঃ আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা.) আমাদের কে অবগত করার জন্যে বলেছেন,

اَلْكَلْبُ الْاَسْوَدِ شَيْطَانٌ. (مسلم)

অর্থ : কালো কুকুর হচ্ছে শয়তান। (মুসলিম শরীফ)

কালো কুকুর যদি নামাযির সামনে চলাচল করে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কালো কুকুর দেখলে বুঝতে হবে এটিই শয়তান।

* গাধা চিৎকার করলে বুঝবে শয়তান এসেছে ঃ আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে এরশাদ করেছেন :

اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ. (لقمان : ١٩)

গাধার আওয়াজই সর্বাপেক্ষা খুবই খারাপ। (সূরা লুকমান-১৯)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন :

وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهٗ رَاَى شَيْطَانًا. (بخارى)

অর্থ : যখন তোমরা গাধার (কর্কশ) আওয়াজ শুনবে, তখন তোমরা শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও, নিশ্চয় (গাধা) শয়তানকে দেখেছে। (বুখারী)

* সাপের আকৃতি ধারণ করে শয়তান ঃ মানুষের ক্ষতি করার লক্ষ্যে শয়তান


www.pathagar.com

কখনো কখনো সাপের আকৃতি ধারণ করে মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। এ বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। খন্দকের যুদ্ধে এক যুবক অংশ গ্রহণ করেছিল, সে তার পরিবারের সাথে সাক্ষাতের জন্য রাসূলের কাছে অনুমতি নিলো। বাড়ীতে যাওয়ার সময় রাসূল (সা.) তাকে বললেন, বনী কোরাইযার প্রতি আমার ভয় হচ্ছে তোমার উপর আক্রমণ করতে পারে, তাই তুমি তোমার অস্ত্র সাথে নিয়ে নাও। তিনি সাথে অস্ত্র নিলেন, বাড়ীর দরজায় স্ত্রীকে দেখতে পেলেন। এরপর তাদের বিছানায় সাপ বসে আছে বলে তাকে জানানো হলো, এরপর তিনি সাপটিকে তীর নিক্ষেপ করলেন। সাপটি এসে তাকে দংশন করল। সাহাবীও সাপটিকে মেরে ফেললেন এবং সাথে সাথে সাহাবীও ইন্তেকাল করলেন। রাসূল (সা.) খবরটি জানার পর বললেন, কিছু জিন মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, যখন তোমরা তাদেরকে (অস্বাভাবিক অবস্থায়) দেখবে, তখন তাদেরকে তিন দিনের সময় বেঁধে দেবে। এরপরও সে যদি ঘরে অবস্থান করে, তবে বুঝতে হবে সে হচ্ছে শয়তান। (মুসলিম শরীফ)

* চোরের আকৃতি ধারণ করে শয়তান ঃ আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, আমাকে একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) যাকাতুল ফিতর অর্থাৎ ফেৎরার মালের হেফাযতের দায়িত্ব দিলেন। রাতে এক ব্যক্তি ঐ মালগুলো তাড়াতাড়ি (চুরি) করতে লাগলো। আমি তাকে গ্রেফতার করে ছেড়ে দিলাম এই শর্তে যে, সে আর আসবে না। সকাল বেলায় রাসূল (সা.) বললেন, তোমার কয়েদীর খবর কি? আবু হোরায়রা বললেন, সে আর আসবে না বলায় ছেড়ে দিয়েছি।

রাসূল (সা.) বললেন : সে আবারো আসবে। এভাবে ২য় রাতেও পুনরায় মালামাল চুরি করতে এসেও ধরা পড়ে। তার পরিবারে খাদ্যের অভাব থাকায় চুরি করতে এসেছে। তারপর আমি তাকে ছেড়ে দেই। দ্বিতীয় দিনও রাসূল (সা.) আবু হোরায়রাকে বললেন, তোমার কয়েদীর খবর কি? তিনি সকল কিছু খুলে বললেন। রাসূল (সা.) বললেন : সে আগামীকালও আসবে। পরের দিন সে আবারো মালামাল (চুরি) করতে এসে ধরা পড়ে। আবু হোরায়রা (রা.) বলেন : আজ তোমাকে আর ছাড়া হবে না, রাসূল (সা.) এর কাছে তোমাকে নেয়া হবে। তুমি বারবার ওয়াদা করে মিথ্যা কথা বলেছো। তখন সে বললো : আমাকে আজ ছেড়ে দাও আমি তোমাকে এমন একটি বাক্য শিখাবো, যা রাতে আমল করলে সকাল পর্যন্ত শয়তান আসবে না। আবু হোরায়রা বললো, তা কি? তখন চোরটি আয়াতুল কুরসির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বললো। এরপর তাকে ছেড়ে দেয়া হলো। রাসূল (সা.) এর কাছে তৃতীয় দিন এই ঘটনা আবু হোরায়রা তুলে ধরলেন। রাসূল


www.pathagar.com

(সা.) বললেন, সে যা শিক্ষা দিয়েছে তা সত্য। কিন্তু সে মিথ্যাবাদী, সে হচ্ছে শয়তান।

এ ছাড়াও শয়তান উট, গাধা, গরু, কালো কুকুর ও বিড়ালের আকৃতি ধারণ করে। সে মানুষের আকৃতি ধারণ করেও প্ররোচনা চালায়। যেমন বদরের যুদ্ধে শয়তান সুরাকা বিন মালেকের বেশে কোরাইশদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলো, অপর দিকে রাসূল (সা.) কে হত্যার জন্যে দারুন নাদওয়ায় নজদী শেখের পরিচয় দিয়ে বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলো। (জ্বিন ও শয়তানের ইতিকথা, পৃ. ১৬৬)

## কাকে আল্লাহ ভালবাসেন না

প্রথমে আমরা ঐ সমস্ত লোকদের কার্যাবলী আলোচনা করবো, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না।

* কাফের ঃ যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ.

(ال عمران : ٣٢)

অর্থ : হে নবী বলুন, আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ করো, যদি তোমরা বিমুখতা অবলম্বন করো, নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালবাসেন না। (সুরা আলে ইমরান-৩২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসী পাপী লোকদের সম্পর্কে বলেন :

وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ. (البقرة : ٢٧٦)

অর্থ : আল্লাহ প্রত্যেক কাফের পাপাচারীকে ভালবাসেন না। (সূরা বাকারা-২৭৬)

* যালেম ঃ যারা মানুষের উপর অত্যাচার নিপীড়ন চালায় আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ. (ال عمران : ١٤٠)

অর্থ : আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন যালেম (অত্যাচারী) লোকদেরকে ভালবাসেন না। (সূরা আলে ইমরান-১৪০)

* সীমালঙ্ঘনকারী ঃ কাফের, বেঈমানরা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে


www.pathagar.com

মানুষের উপর আক্রমণ চালায়। তাদের দেখা দেখি মুসলিমরা ভিন্ন মতাদর্শী লোকদের উপর অত্যাচার চালায়। যারাই এ সমস্ত কাজ করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ. (البقرة : ١٩٠)

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘন (বাড়িবাড়ি) কারীকে ভালবাসেন না। (সূরা বাকারা-১৯০)

* দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী ঃ মানুষের মধ্যে কিছু লোক দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়ে দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে। ফলে দেশে মারামারি ও বিপর্যয় দেখা দেয়। আল্লাহ তা'আলা বিপর্যয় সৃষ্টি করাকে কখনো ভাল মনে করেন না। এ সম্পর্কে তিনি বলেন :

وَإِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ. (البقرة : ٢٠٥)

অর্থ ঃ আর যখন সে ফিরে যায় তখন সে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং ফসলাদি ও প্রাণ নাশের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা-২০৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ. (المائدة : ٦٤)

অর্থ : আল্লাহ অশান্তি (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না। (সূরা মায়িদা-৬৪)

* অপব্যয়কারী ঃ অনেকে খানা ও পানাহারে অপব্যয় করে থাকে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

اِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ. (الاعراف : ٣١)

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আল আরাফ-৩১)

* অহংকারী ঃ কিছু মানুষ দেখা যায় টাকা পয়সা এবং সন্তানাদীর কারণে অহংকার করতে থাকে। ঐ সমস্ত লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

اِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ. (النحل : ٢٣)


www.pathagar.com

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারীদেরকে ভালবাসেন না। (সূরা নাহ্‌ল-২৩)

সূরা আল-কাছাছের ৭৭ নং আয়াতে সম্পদের অহংকারীদের আল্লাহ্ ভালবাসেন না বলে উল্লেখ করেছেন।

* খেয়ানতকারী ঃ কারো কাছে কেউ কেউ বিভিন্ন টাকা পয়সা, ধনসম্পদ ও কর্থাবার্তার আমানত রাখেন। কিন্তু আমানতকে কেউ কেউ খেয়ানত করে ফেলে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ. (الانفال : ٥٨)

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ খেয়ানতকারীদেরকে ভালবাসেন না। (সূরা আনফাল-৫৮)

* বিশ্বাসঘাতক ঃ মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ সত্যকে অস্বীকার করে বিশ্বাস ঘাতকতা করে থাকে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ.

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাস ঘাতক অকৃতজ্ঞ কে ভালবাসেন না। (সূরা হজ্জ-৩৮)

## শয়তানের দল

প্রত্যেক মানুষ জন্মের সময় স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করেছে। পিতা ও মাতার কারণেই সন্তানগণ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে। পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম পরিলক্ষিত হয় ঐ ধর্মগুলো থেকে একটি মাত্র ধর্ম বা জীবন বিধান আল্লাহ্ মনোনিত ও গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ এ সম্পর্কে বলেন ;

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ. (ال عمران : ١٩)

অর্থ : নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন বা জীবন বিধানের নাম হচ্ছে ইসলাম। (সূরা আলে ইমরান-১৯)

বিদায় হজ্জে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর উপর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আরাফাতের ময়দানে একটি আয়াত নাযিল করেছেন। তা হচ্ছে,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا. (المائدة : ٣)

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম,


www.pathagar.com

তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন বা জীবন বিধান হিসেবে পছন্দ করলাম। (সূরা মায়িদা-৩)

মানুষের মধ্যে মত পার্থক্য ও বিভেদের কারণে কেউ মুমিন, আবার কেউ কাফেরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন :

فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ. (التغابن : ٢)

অর্থ : তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন আবার কেউ কাফের হয়ে গেছো। (সূরা তাগাবুন-২)

এই দৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী দল যাকে 'হিযবুল্লাহ' বলে; আর যারা শয়তান ও পথভ্রষ্টদের অনুসরণ করে তাদেরকে "হিযবুশ শয়তান" অর্থাৎ শয়তানের দল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐ দলের লোক ও তাদের কার্যাবলী আল্লাহ পছন্দ করেন না।

আপনারা সকলে জানেন প্রত্যেক দলের একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে। ঐ দলের নেতা, কর্মী বাহিনী এবং কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে তারা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন আল-কুরআনে শয়তানের দলের লোকদের কিছু কার্যাবলী প্রথমে উল্লেখ করেছেন, এরপর তাঁর (আল্লাহর) দলের কথা পরে তুলে ধরেছেন, যাতে মানুষ তাদের কার্যাবলী দেখে চিনতে পারে, কারা আল্লাহর দলের লোক আর কারা শয়তানের দলের লোক। তাই আমরা প্রথমে শয়তানের দলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তার কার্যাবলী তুলে ধরছি।

*** শয়তানের দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা শয়তান ও তার দলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন :

اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ. (فاطر : ٦)

অর্থ : (শয়তান) তার দলের লোকেরা জাহান্নামের বাসিন্দা হতে আহবান জানায়। (সূরা ফাতির-৬)

শয়তান তার দলের আজীবন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সে ও তার অনুসারীরা মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে এমন সব কার্যাবলী তুলে ধরে যা তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলে। তখন মানুষেরা ঐ সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে। আল্লাহ তা'আলা


www.pathagar.com

পবিত্র কুরআন এবং রাসূল (সা.) তার বাণীতে শয়তানের কার্যাবলী তুলে ধরেছেন। ঐ কার্যাবলী আমরা আপনাদের কাছে তুলে ধরছি।

* শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের অহংকার করা ঃ শয়তানের দলের লোকেরা শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের অহংকার করে মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। অথচ শয়তান নিজেই 'যুদ্ধের' ময়দান থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য পালাতে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ ـ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ.

(الانفال : ٤٨)

অর্থ : শয়তান তাদের কাজগুলোকে তাদের সামনে খুব চাকচিক্যময় করে পেশ করেছিলো এবং সে বলেছিলো আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না এবং আমি তোমাদের পাশেই আছি, এরপর উভয় দল যখন সামনা সামনি ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন সে (শয়তান) পেছনে ফিরে পালিয়ে গেল। (সূরা আনফাল-৪৮)

* কাফের হতে বলে ঃ শয়তানের দলের লোকেরা মানুষকে কুফুরী করতে বলে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِيْئٌ مِنْكَ. (الحشر : ١٦)

অর্থ ঃ শয়তানের উদাহরণ হচ্ছে : সে মানুষকে কাফের হতে বলে, যখন সে কাফের হয়ে গেল, তখন শয়তান বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (সূরা হাশর-১৬)

* কাফেরগণ শয়তানের দলের লোক ঃ আল্লাহ বলেন :

اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا. (مريم : ٨٣)

অর্থ : আপনি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানকে ছেড়ে দিয়েছি। (সূরা মারিয়াম-৮৩)


www.pathagar.com

কেউ কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে লা'নত, ফেরেশতা এবং মানুষের অভিশাপ পতিত হবে। (সূরা বাকারা-১৬১)

* সুদ খেতে উদ্বুদ্ধ করে ঃ শয়তানের দলের লোকেরা মানুষকে সুদ খেতে উদ্বুদ্ধ করে। অথচ আল্লাহ সুদকে হারাম এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. (البقرة : ٢٧٥)

অর্থ ঃ যারা সুদ খায়, তারা কেয়ামতে দণ্ডায়মান হবে যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহ বিষ্ট করে দেয়। (সূরা বাকরা-২৭৫)

* যাদু শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান ঃ শয়তান ও শয়তানের অনুসারীগণ মানুষকে যাদু শিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন :

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ.

(البقرة : ١٠٢)

অর্থ ঃ সোলায়মান (আ.) আল্লাহকে অস্বীকার করেনি, অভিশপ্ত শয়তানই আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, যারা মানুষকে যাদু মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছে। (সূরা বাকারা-১০২)

* জুয়া ও মদ্যপানে উদ্বুদ্ধ করে ঃ শয়তানের দলের লোকেরা মানুষকে জুয়া ও মদ্যপানে উদ্বুদ্ধ করে, জুয়া খেলার ফলে মানুষের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি এবং মদ্যপানে বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়। শয়তানের অনুসারীরা এগুলো করা ও পান করার জন্যে মানুষকে উৎসাহ দিয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন :

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. (المائدة : ٩١)

অর্থ : শয়তান তোমাদেরকে মদ ও জুয়ার মধ্যে ফেলে রেখে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে চায়। (সূরা মায়িদা-৯১)

মদ ও জুয়ার অপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :


www.pathagar.com

قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ـ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ـ

(البقرة : ٢١٩)

অর্থ : হে নবী বলুন মদ ও জুয়ার মধ্যে রয়েছে মহাপাপ আর উপকারিতাও কিছুটা রয়েছে, তবে উপকারিতার চেয়ে গুনাহ অনেক বড়। (সূরা বাকারা-২১৯)

* সৎ পথে বাধা দেয় ঃ শয়তানের দলের লোকেরা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং সৎপথে বাধা প্রদান করে আর মানুষ মনে করে থাকে যে, আমি সৎ ও সঠিক পথেই রয়েছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ.(الزخرف : ٢٧)

অর্থ : (শয়তানই) মানুষকে সৎপথে চলতে বাধা দান করে আর মানুষ মনে করে যে, তারা হেদায়েতের পথে রয়েছে। (সূরা যুখরুফ-৩৭)

* আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন ঘটায় ঃ আল্লাহর দুশমন লোকেরা মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টির আনুগত্য করতে আহবান জানায় এবং আল্লাহর আনুগত্য পরিহার করে সূর্য, চন্দ্র, মূর্তি এবং আগুনের উপাসনা করতে বলে। অথচ এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ. (النساء : ١١٩)

অর্থ : (শয়তান বলে) আমি মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টির আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেবো। (সূরা নিসা-১১৯)

অর্থাৎ : মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির ইবাদত ও উপাসনা করে অথচ এটি শয়তানের প্ররোচনায় করে থাকে।

* তাগুতের অনুসরণ করতে উৎসাহ দেয় ঃ শয়তান ও তার অনুসারীরা মানুষকে তাগুত (শয়তানের) অনুসরণ করতে প্ররোচনা দেয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ বর্জনের উৎসাহ দিয়ে থাকে। ফলে শয়তান মানুষকে প্রথভ্রষ্ট করে ফেলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ـ

(النساء : ٦٠)


www.pathagar.com

অর্থ : (শয়তান) মানুষকে তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাগুতকে অস্বীকার করতে। (সূরা নিসা-৬০)

* অশ্লীল গান, বাজনায় প্ররোচনা দেয় ঃ শয়তানের দোসরগণ মানুষকে অশ্লীল গান বাজনায় উৎসাহ প্রদান করে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারীরা অর্ধউলংগ হয়ে পুরুষকে যিনা, ব্যভিচারের দিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং আল্লাহর কথা ভুলিয়ে রাখে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ لقمان : ٦)

অর্থ : মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ অজ্ঞতার ভিত্তিতে অর্থহীন বেহুদা গল্প কাহিনী সংগ্রহ করে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে রাখে, তাদের জন্য আল্লাহ অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। (সূরা লুকমান-৬)

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেছেন : গান ও বাদ্যযন্ত্র শয়তানের হাতিয়ার।

* আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে ঃ শিরক মস্তবড় অপরাধ। শির্ক ছাড়া অন্যগুনাহকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন বলে আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যারা শয়তানের দলের অনুসারী তারা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করতে মানুষকে প্ররোচনা দেয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এক মুমিনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন :

وَيٰقَوْمِ مَالِىْٓ اَدْعُوْكُمْ إِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِىْٓ إِلَى النَّارِ. تَدْعُوْنَنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَالَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ. (المؤمن : ٤٢)

অর্থ : (মুমিন ব্যক্তি) বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে দাওয়াত দেই আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছো। তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও যে, আমি যেন আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তার সাথে শরীক করি এমন বস্তুকে, যার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। (সূরা মুমিন-৪২)

* মানুষের উপর যুল্‌ম বা অত্যাচার করে ঃ শয়তান ও তার দলের অনুসারীরা মানুষের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাতে দ্বিধাবোধ করে না। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে যালেমদের বিষয় আল্লাহ তুলে ধরেছেন, কারণ তারা অসংখ্য



www.pathagar.com

অপরাধের সাথে যুক্ত থাকায় তা তুলে ধরা হয়েছে। তাদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ. (العنكبوت : ٤٠)

অর্থ : (যালেমদের উপর) আমি কখনো প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে আঘাত করেছে বজ্রপাত, কাউকে যমিনের ভেতর বিলীন করেছি, আবার কাউকে পানিতে ডুবিয়ে শেষ করেছি, আল্লাহ তাদের উপর অত্যাচার করেননি বরং তারাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। (সূরা আনকাবূত-৪০)

* মিথ্যা শপথ প্রদান করে ঃ শয়তানের দলের লোকেরা কসমকে হাতিয়ার বানিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। যেমন আদি পিতা আদম (আ.) ও হাওয়াকে শপথ করে বলেছিলো :

وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ. (الاعراف : ٢١)

অর্থ : শয়তান (আদম ও হাওয়াকে) কসম করে বললো, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। (সূরা আরাফ-২১)

কিয়ামতের দিন তারা দুনিয়ার মত মিথ্যা কসম করবে। আল্লাহ তা'আলা এসব দলের চিত্র তুলে ধরে বলেন :

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ ـ (المجادلة : ١٨)

অর্থ : যে দিন আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় উঠাবেন, তারা আল্লাহর সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে (মিথ্যা) শপথ করেছিলো। (মুজাদালা-১৮)

* অভাব অনটন ও খারাপ কাজের নির্দেশ করে ঃ শয়তান ও তার দলের লোকেরা মানুষকে দান, খয়রাত করতে নিষেধ করে, যদি করো তবে তুমি ফকীর হয়ে যাবে আর যতো অশ্লীল বা খারাপ কাজ রয়েছে, সকল কাজগুলো করার জন্য উপদেশ দেয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ـ البقرة : ٢٦٨)



www.pathagar.com

অর্থ ঃ শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ করে। (বাকারা-২৬৮)

অথচ ধন সম্পদের যাকাত, দান খয়রাত করলে তা অধিক গুণে আল্লাহ বাড়িয়ে দেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন :

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

(الروم : ٣٩)

অর্থ : আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যারা 'যাকাত' দিয়ে থাকে এগুলো দ্বিগুন বৃদ্ধি লাভ করে। (রূম-৩৯)

* পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করতে বলে ঃ শয়তান ও তার দোসরগণ মানুষকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী চলতে নিষেধ করে বরং পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করতে বলে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآئَنَا ـ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوْهُمْ إِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ.(لقمان : ٢١)

অর্থ : তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো, তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এ বিষয়ের উপর পেয়েছি, তার অনুসরণ করবো। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে দাওয়াত দেয়। তবুও এর অনুসরণ করবে? (লুকমান-২১)

* মানুষকে চক্রান্তের মধ্যে ফেলাই শয়তানের কাজ ঃ মানুষ শয়তানরা ঈমানদারদের উপর চক্রান্ত করার জন্য তার কর্মীদেরকে রাত দিনে কাজে লাগিয়ে থাকে। তারা নেতাদের নির্দেশে বিভিন্ন চক্রান্ত পেশ করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

(سبا : ٣٣)

অর্থ : দুর্বলরা (কর্মী) অহংকারীদেরকে (নেতা) বলবে তোমরাই রাতে ও দিনে চক্রান্ত করে (অন্যদের উপর আক্রমণের ফন্দি করতে)। (সূরা সাবা-৩৩)


www.pathagar.com

অসৎ কর্মীরা বলবে আমরা নেতাদের কথা অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট হয়েছি। (আহযাব-৬৭)

* খারাপ কাজকে আকর্ষণীয় করা ঃ শয়তান ও তার বাহিনীর লোকেরা মানুষদের সামনে অসৎ ও অশ্লীল কাজকে চিত্রাকর্ষণ করে তুলে ধলে, ফলে তারা অসৎ কাজে নিমজ্জিত হয় এবং পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। শয়তান নিজেই আল্লাহকে বলে :

لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ. (الحجر : ٣٩)

অর্থ : অবশ্যই আমি (মানুষকে) পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করবো এবং সবাইকে পথভ্রষ্ট করবো। (সূরা হিজর-৩৯)

অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

اَلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ ـ (محمد : ٢٥)

অর্থ : শয়তান (মানুষকে) তাদের কাজ সুন্দর করে দেখায় এবং মিথ্যা আশা দেয়। (সূরা মুহাম্মদ-২৫)

* সূর্য অস্ত ও উদয়ের সময় নামায পড়তে বলে ঃ আপনারা জানেন শয়তানের দুইটি শিং রয়েছে। সূর্য উদয়কালে দুই শিং এর ভেতর দিয়ে তা উদিত হয়। অনুরূপ অস্তকালেও অনুরূপ ঘটে। যারা সূর্যের উপাসনা করে, তারা ঐ সময় তার প্রার্থনা করে। রাসূল (সা.) ঐ দুই সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন, রাসূল (সা.) বলেন :

لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَغُرُوْبِهَا فَاِنَّهَا تَطْلَعُ بِقَرْنِ شَيْطَانِ. (مسلم)

অর্থ : তোমরা সূর্য উদয় ও অস্তকালে নামাযে মনোনিবেশ করো না, কেননা এই সময়ে সূর্যটি শয়তানের শিং এর মধ্যে দিয়ে উদিত হয়। (মুসলিম)

* শয়তান বাম হাতে খানা ও পান করতে উৎসাহ দেয় : শয়তান মানুষের মত খানা পিনা করে। সে বাম হাতে খায় ও পান করে। তার অনুসারীরা তাকেই অনুসরণ করে। রাসূল (সা.) শয়তানের পানাহার সম্পর্কে বলেন :

فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرِبُ بِشِمَالِهِ. (مسلم)

অর্থ : নিশ্চয় শয়তান বাম হাতে খানা খায় এবং বাম হাতে পান করে। (মুসলিম)


www.pathagar.com

* বাজারে যেতে উদ্বুদ্ধ করে শয়তান ঃ শয়তান বাথরুমে এবং খারাপ স্থানে অবস্থান করে। শয়তানের অনুসারীরা বাজারেই যুদ্ধের কৌশল ঠিক করে। আর যুদ্ধের পতাকা বাজারেই উড়ায়। আল্লাহর কাছে বাজার হচ্ছে নিকৃষ্ট স্থান। রাসূল (সা.) বলেছেন :

فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيَاطِيْنَ وَبِهَا يَنْصِبُ رَأْيَتَهُ. (مسلم)

অর্থ : (বাজার) হচ্ছে শয়তানের যুদ্ধের ময়দান। বাজারেই সে যুদ্ধের পতাকা উত্তোলন করে। (মুসলিম)

তাই প্রয়োজন সেরে দ্রুত বাজার থেকে চলে আসা উচিৎ, আড্ডা ও বেহুদা বসে থাকা উচিৎ নয়।

* শয়তানের দোসররা ঈমানদারদের সাথে শুধু ঝগড়া করে ঃ ঈমানদার এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে ঝগড়া ঝাটি করাই শয়তান ও তার দোসরদের কাজ। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন :

اِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلٰى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ. (الانعام : ١٢١)

অর্থ : নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে বলে তোমাদের সাথে যেন ঝগড়া করে। (আনআম-১২১)

* আল্লাহ ও তার রাসূলের বৈঠকে বসতে নিষেধ করে শয়তান ঃ শয়তান মানুষের কল্যাণ চায় না। যেখানে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে কথাবার্তা চলে, ঐ স্থানে মানুষকে বসাতে সে আহবান জানায়; কিন্তু দ্বীনি বৈঠকে বসতে নিষেধ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ..... فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

(الانعام : ٦٨)

অর্থ : যখন আপনি দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহের (ঠাট্টা ও বিদ্রূপের লক্ষ্যে) ছিদ্রান্বেষণ করে, আপনি তাদের কাছ থেকে সরে যান, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অন্য


www.pathagar.com

কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর তাদের (যালেমদের) সাথে আপনি বসবেন না। (আনআম-৬৮)

* ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ না মানতে প্ররোচনা দেয় ঃ ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগ আল্লাহ আল-কুরআনে তুলে ধরেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ. (النحل : ٨٩)

অর্থ : আপনার প্রতি যে কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি তাতে প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা করেছি। (নাহল-৮৯)

অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. (الانعام : ٢٨)

অর্থ : এই গ্রন্থে (কুরআন) কোন বস্তু আলোচনা থেকে বাদ দেয়া হয়নি। (আনআম-৩৮)

শয়তান ও তার দোসরদের প্ররোচনায় মানুষ জাতীয়বাদ, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, কমিউনিজম সাম্যবাদ, সর্বেশ্বরবাদসহ মানুষের তৈরী করা মতবাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। এ মতবাদগুলো মানুষকে শোষণ করছে।

এই কারণে আল্লাহ বলেছেন :

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً. (البقرة : ٢٠٨)

অর্থ : হে ঈমানদারগণ ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি প্রবেশ করো। (বাকারা-২০৮)

অর্থাৎ : জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলাম অনুসরণ করো, শুধু ধর্মীয় পর্যায়ে তা গ্রহণ করো না।

* স্বামী থেকে স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করে শয়তান ঃ হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূল (রা.) বলেছেন : শয়তান পানির উপরে তার সিংহাসন স্থাপন করে, সেখান থেকে বিভিন্ন স্থানে তার বাহিনী প্রেরণ করে। পরে তারা দৈনন্দিন কাজের রিপোর্ট তার কাছে পেশ করে। একজন এসে বলে আমি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। শয়তান তাকে কাছে ডেকে বলে তুমিই সকলের চেয়ে উত্তম কাজ করে এসেছো। (মুসলিম)

* সাজদা করতে বিরত রাখাই শয়তানের প্ররোচনা ঃ মানুষ যখন ঘুমাতে যায়


www.pathagar.com

তখন শয়তান তিনটি গিরা দেয়। নামাযী ব্যক্তি নিদ্রা ত্যাগ করে আল্লাহর প্রশংসা করলে একটি গিরা খুলে যায়, এরপর অযু করলে ২য় গিরাটি খুলে যায়, যখন সে নামায আদায় করে তখন সর্বশেষ গিরাটি খুলে পড়ে। তখন তাঁর সকালটি ভাল হিসেবে প্রকাশ পায়। আর যখন সে অলসতা করে শুয়ে থাকে, তখন তার সকালটি খারাপ হিসেবে শুরু হয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়। (বুখারী)

বনী আদম যখন আল্লাহকে সাজদা করে তখন শয়তান কাঁদতে থাকে আর বলতে থাকে আদম সন্তানকে সাজদা করতে বলায় তারা সাজদা করেছে, আমি সাজদাকে অস্বীকার করায় দূরে চলে গেলাম। তখন সে কাঁদতে থাকে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, বনী আদম সাজদা করে জান্নাতে প্রবেশ করেছে আর অস্বীকার করার কারণে আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে। (মুসলিম)

আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখে শয়তান ঃ মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে শয়তান, যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

لَايَحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ اِلاَّ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى. (ترمذى)

অর্থ : আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত মানুষ শয়তান থেকে নিরাপদ নয়। (তিরমিযী)

এই কারণে আল্লাহ বলেছেন :

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ. (الكهف : ٢٤)

অর্থ : যখন তোমার রবকে (প্রতিপালক) ভুলে যাও, তখনই স্মরণ করো। (কাহাফ-২৪)

রাসূলুল্লাহ (সা.) শয়তানের প্ররোচনা সম্পর্কে বলেন :

اِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خُطْمَتَهُ عَلٰى قَلْبِ اِبْنِ اٰدَمَ اِنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِنْ نَسِيَ اللّٰهَ اِلْتَقَمَ قَلْبَهُ. (كنز العمال ١٧٨٢، الترغيب ٢/ ٤٠٠)

অর্থ : শয়তান আদম সন্তানের কল্‌ব (হৃৎপিণ্ড) এর উপর তার নাকের অগ্রভাগ রাখে, যখন সে আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণ) করে, তখন সে পেছনে সরে পড়ে আবার মানুষ যখন আল্লাহর (স্মরণ) ভুলে যায়, তখন সে কল্‌বকে (গিলে) পরিবর্তন করে ফেলে। (কানযুল উম্মাল, ১৭৮২, তারগীব-২)


www.pathagar.com

* মূর্তি পূজা করতে আহবান জানায় শয়তান ঃ শয়তান মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে মূর্তির উপাসনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। মি'রাজে গিয়ে রাসূল (সা.) জাহান্নামে দেখতে পেলেন আমরু বিন লুহাইকে জাহান্নামে লাল, নীল রংগের আগুনের দিকে টেনে নেয়া হচ্ছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম কে ঐ ব্যক্তি? কেউ বললেন সে আমরু বিন লুহাই সে দ্বীনে ইসমাঈল পরিবর্তন করে আরবদেরকে মূর্তি পূজার দিকে আহবান জানাতো। এ কারণে তার এ শাস্তি। (বুখারী)

* বিদয়াতী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে শয়তান ঃ বিদয়াতকে অনেক মানুষ ছওয়াবের কাজ মনে করে পালন করে। এই কাজটি শয়তানের কাছে খুবই প্রিয়, কারণ মানুষ গুনাহ করলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার আশাবাদ ব্যক্ত করে কিন্তু বিদয়াতকে ছওয়াবের কাজ মনে করায় ক্ষমা প্রার্থনা করার কোন চিন্তা ভাবনা সে করে না। (তালবিস ইবলিস, ইবন জাওযী)

বিদয়াত বলা হয় এমন কাজ কে, যে কাজের ব্যাপারে শরিয়তে কোন অনুমোদন নেই অর্থাৎ ইসলামী শরিয়তে রাসূল (সা.) যে কথা বলেননি, সে কথা বলা এবং তিনি যা করেননি এমন কাজকে আদর্শরূপে গ্রহণ করাই হচ্ছে বিদয়াত। (সুন্নত ও বিদয়াত ১৬ পৃ.) যেমন : মিলাদ পড়া, ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা, শবে মিরাজ, শবে বরাত, আখেরী চাহার সোম্বা, নামাযের পরে সামষ্টিকভাবে মুনাজাত করা, জানাযার নামাযের পর পরই মুনাজাত করা, জন্ম দিবস ও মৃত্যু দিবস পালন করা, মৃত ব্যক্তির জন্য যিয়াফতের আয়োজন করা, কবরে ফুল দেয়া। বিদয়াতের শাস্তি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. (النور : ٦٢)

অর্থ : যারা (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের ভয় করা উচিৎ তাদের উপর কোন বিপর্যয় এসে পড়বে কিংবা কোনো কঠিন শাস্তি এসে তাদের গ্রাস করে নেবে। (নূর-৬৩)

বিদয়াতপালনকারী জাহান্নামে যাবে বলে রাসূল (সা.) বলেন :

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ. (نسائى)


www.pathagar.com

অর্থ : সাবধান। তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। নিশ্চয়ই সকল নতুন বিষয় বিদয়াত, সকল বিদয়াতই পথভ্রষ্টতা আর সকল পথভ্রষ্টতা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। (নাসায়ী)

* বিচারকদেরকে অন্যায় বিচারের প্ররোচনা দেয় শয়তান : কিয়ামতের দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। ঐ দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তিটি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ শাসক বা নেতা। (বুখারী)

কিন্তু কিছু শাসক বা নেতা এবং বিচারক সঠিক ও সত্য বিষয়টি জেনেও রাজনৈতিক চাপে অন্যায় বিচার করে থাকে। তাদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْقَاضِىْ مَالَمْ يَجُرْ فَاِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ. (ترمذى)

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যুল্‌ম করার আগ পর্যন্ত বিচারকের সাথে থাকেন, যখন সে যুলুম ও অন্যায় (বিচার) করে, তখন আল্লাহ তাকে ছেড়ে দেন এবং শয়তানই তার সাথী হয়। (তিরমিযী)

* অপচয়মূলক কাজ করতে শয়তানের প্ররোচনা ঃ মানুষের জীবনে অনেক অপচয়মূলক কাজ পরিলক্ষিত হয়। খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, বেশ-ভূষাসহ অনেক কাজ মানুষেরা আনন্দ ফূর্তি করে থাকে। এসবগুলো শয়তানের প্ররোচনায় মানুষেরা করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শয়তানের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন :

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا.

(بنى اسرائيل : ٢٧)

অর্থ : নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (বনী ইসরাইল-২৭)

* এক শ্বাসে পানি পান করতে শয়তানের প্ররোচনা : অনেক মানুষ দেখা যায় পিপাসার সময় এক শ্বাসেই পাত্র বা গ্লাসের সকল পানি পান করে ফেলে। এতে মানুষ দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করার আশঙ্কা থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ


www.pathagar.com

করেছেন : তোমাদের তিন শ্বাসে পানি পান করো। তিনি এক শ্বাসে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি আরো বলেছেন এইভাবে পানি পান করা শয়তানের পদ্ধতি। (বায়হাকী)

* তাড়াহুড়া কাজ করতে শয়তানই নির্দেশ দেয় ঃ তাড়াহুড়া করে কাজ করার পরিণতি কখনো ভাল হয় না। যে কোন কাজ ধীরস্থিরভাবে ও চিন্তাভাবনা করে করা উচিৎ। তাড়াহুড়া করে কাজ করা শয়তানের কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন ধীরে-সুস্থে কাজ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তাড়াহুড়ার কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে। (তিরমিযী)

* ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি অনুষ্ঠান পালনে শয়তানের বিরোধীতা ঃ কিছু কিছু লোক বলতে দেখা যায় ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা ঠিক নয়। ধর্ম থাকবে মসজিদে, মাদ্রাসায়, মন্দিরে, গির্জায়। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে কেবলমাত্র ধর্ম ব্যবসায়ীরা তা টেনে আনে– একথাগুলো শয়তান ও তার দোসরদের প্ররোচনা। তাদেরকে বলতে চাই, রাসূল (সা.) একজন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তিনি হালাল ব্যবসা করেছেন, তিনি সেনাপতি, ইমাম ছিলেন। তিনি মসজিদভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছেন। রাসূল (সা.) আমাদের আদর্শ। রাসূল (সা.) যদি এ কাজগুলো করতে পারেন, উম্মতের জন্য 'নিষেধ ও প্ররোচনা' বলতে পারে কেবলমাত্র শয়তান ও তার দোসরগণ। তাই আল্লাহ বলেছেন :

مَآ اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا. (الحشر :٧)

অর্থ : রাসূল (সা.) তোমাদেরকে যা কিছু (পালন করতে) দিয়েছেন, তা তোমরা গ্রহণ করো আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর-৭)

## শয়তানের দলে কারা যুক্ত হয়

* কাফেরের দল ঃ কাফের শব্দের অর্থ অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ ও কৃষক। (আধুনিক আরবী বাংলা ব্যাকরণ)

বাস্তবিক কাদেরকে কাফের বলে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন আল-কুরআনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ..... اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا. (النساء : ١٥١-١٥٠)


www.pathagar.com

অর্থ : যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের বিশ্বাসে তারতম্য সৃষ্টি করে বলে, আমরা কিছু জিনিস বিশ্বাস করি আর কিছুকে অস্বীকার করি। তারা এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোন (নতুন) পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই সত্যিকার কাফের। (নিসা-১৫১)

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব (বিধান) দিয়ে বিচার করে না, তারাই কাফের। (সূরা মায়েদা-৪৪)

শরিয়তের পরিভাষায় কাফের বলা হয় ঐ ব্যক্তি কে, যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয-এর কোন একটিকেও অস্বীকার করে। (মা'আরেফুল কুরআন) বিশ্বের কুফরি শক্তি শয়তান ও তার দলের সাথে যুক্ত হয়ে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে শেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী দুনিয়াতে বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তাদের কিছু কার্যাবলী নিম্নে তুলে ধরছি।

ক. দ্বীনকে বাধা দেয়ার লক্ষ্যে অর্থ ব্যয় করা ঃ বিশ্বের কুফরি শক্তি অঢেল অর্থ ব্যয় করে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ এ তথ্যটি আল-কুরআনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

(الانفال : ٣٦)

অর্থ : নিঃসন্দেহে যে সমস্ত লোক কাফের, তারা অর্থ সম্পদের মাধ্যমে লোকদেরকে (দ্বীন থেকে) বাধা প্রদান করে। (আনফাল-৩৬)

খ. হত্যা, বন্দী ও দেশ ত্যাগের ষড়যন্ত্র করা ঃ সত্যিকার কোন মুসলিমকে যখন টাকার বিনিময়ে ফেরানো সম্ভব হয় না, তখন তাকে হত্যা আবার কাউকে কারাগারে বন্দী, আবার কাউকে দেশ থেকে বের করার ষড়যন্ত্র করে থাকে, যেমন মক্কার কাফেরগণ মুহাম্মদ (সা.) এর জন্য ফন্দি করেছিলো। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ. (انفال : ٣٠)

অর্থ : কাফেররা যখন আপনাকে বন্দি, হত্যা অথবা দেশ ত্যাগের ষড়যন্ত্র


www.pathagar.com

করেছিলো। তারা যেমন ছলনা করেছিলো, তেমনি আল্লাহ (আপনাকে উদ্ধারের) কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। (আনফাল-৩০)

গ. ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে মিডিয়ায় অপপ্রচার করা ঃ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ তাদের বাতিল ধর্ম দিয়ে যখন মুসলিমদের অগ্রযাত্রা বন্ধ করতে সম্ভব হচ্ছে না, তখন তারা মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামকে সন্ত্রাসী, জঙ্গী, কট্টরপন্থীসহ অনেক আজগুবি নাম আবিষ্কার করে মিডিয়ায় অপপ্রচার চালাচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা ইসলামকে দুনিয়া থেকে একেবারে শেষ করে দেয়ার অপচেষ্টা করছে। কিন্তু এর ফলে বিশ্বের জনগণ ইসলামকে জানার উৎসাহ নিয়ে অসংখ্য বিধর্মী মুসলিম হচ্ছে। কারণ ২০১০ সালে এক পরিসংখ্যানে প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের ৯৯.৬ শতাংশ অমুসলিম সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে যুক্ত। (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২ নভেম্বর-২০১০), অপরদিকে ব্রিটেনের মেয়েরা খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২ নভেম্বর-২০১০) মিডিয়ার অপপ্রচারের মাধ্যমে ইসলামকে বন্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন এ সম্পর্কে বলেন :

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. (توبة : ٣٢)

অর্থ : তারা তাদের মুখের (মিডিয়ার) ফুৎকারে আল্লাহর নূর (ইসলাম)-কে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তার নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন-যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (তাওবা-৩২)

* বিভিন্ন এন,জি,ও এর মাধ্যমে ইসলামের অপপ্রচার ঃ ইহুদী ও খৃষ্টান মিশনারীগণ মুসলিম দেশগুলোতে সাহায্য ও উন্নয়নের কথা বলে সুকৌশলে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তাদেরকে আর্থিক সাহায্য ও উন্নয়নের জন্য ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণের প্ররোচনা দিচ্ছে। কিন্তু মুসলিম সম্পদশালীরা হতদরিদ্র মুসলিমের পাশে না দাঁড়িয়ে, কিভাবে সম্পদ বৃদ্ধি করবে সে দিকে ঝুঁকে রয়েছে। তাই, তাদের উচিৎ মুসলিম এন.জি.ও-এর মাধ্যমে কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করা।

* মুশরিকদের দল ঃ আল্লাহর সাথে অংশীদারকারীকে মুশরিক বলে। (আধুনিক আরবী বাংলা ব্যাকরণ) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আমার রচিত


www.pathagar.com

হারুত মারুত বইটিতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন তোমাদের আসল শত্রু কে? আল্লাহ বলেন :

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا.

(المائدة : ٨٢)

অর্থ : মানুষের মধ্যে মুসলমানের আসল শত্রু হচ্ছে ইয়াহুদী ও মুশরিকগণ। (মায়েদা-৮২)

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন আরো বলেন :

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. (سورة البقرة : ١٢٠)

অর্থ : ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা কখনই আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। (বাকারা-১২০)

আল্লাহ আরো বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ. (المائدة : ٥١)

অর্থ : হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণকে তোমরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অন্যের বন্ধু। (মায়েদা-৫১)

মুশরিকদের কিছু কাজ নিম্নে তুলে ধরছি।

ক. পরকালকে অস্বীকার ও যাকাত দানে নিরুৎসাহিত করা ঃ মুশরিকের দল চায় মানুষ পরকাল অস্বীকার করে এবং যাকাত প্রদান না করে অপবিত্র থেকে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ.

(حم السجدة : ٦-٧)

অর্থ : মুশরিকদের জন্য ধ্বংস, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। (হামীম সাজদা-৬-৭)


www.pathagar.com

* মুনাফিকের দল ঃ মুনাফিক শব্দের অর্থ দ্বিমুখী, কপটচারী। (আধুনিক আরবী বাংলা ব্যাকরণ) বাহ্যিক দিক দিয়ে মুসলিম, অন্তরে দ্বিমুখী নীতি গ্রহণকারীকে মুনাফিক বলে। মুনাফিকের দল মুসলমানদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি সাধন করেছে। কারণ কাফের, মুশরিকদেরকে বাহ্যিকভাবে চেনা যায়, কিন্তু মুনাফিকদেরকে চেনা খুবই কষ্টকর। রাসূল (সা.) কে স্বয়ং আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন কারা মুনাফিক। মুনাফিকদের কিছু চরিত্র আল্লাহ তুলে ধরেছেন।

ক. মিথ্যাবাদী ঃ মুনাফিক শ্রেণীর লোকেরা ইসলামের ক্ষতি সাধনের জন্যে মানুষের কাছে মিথ্যা কথা অপপ্রচার করে। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন :

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ. (المنفقون : ١)

অর্থ : আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয় মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। (মুনাফিকুন-৩)

পৃথিবীতে অনেক মুসলমান এমন দেখা যায় যাদের নাম মুসলমান, পিতা ও মাতা মুসলমান, কিন্তু বক্তৃতা, বিবৃতি দিয়ে ইসলামকে জঙ্গী, সন্ত্রাসী, ধর্মান্ধ বলতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ইসলামী রাজনীতিকে ধর্ম ব্যবসায়ীদের কাজ বলে অপপ্রচার চালায়। তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আদর্শকে অস্বীকার করেছে বিধায় আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। মহান আল্লাহ বলেন :

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ. (التوبة : ٨٠)

অর্থ : (হে রাসূল) আপনি যদি তাদের ক্ষমার জন্যে আমার কাছে সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কখনো আমি আল্লাহ তাদের (মুনাফিকদের)-কে ক্ষমা করবো না। (তাওবা-৮০)

খ. মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিতর্কিত মসজিদ বানায় ঃ মসজিদ বানানো ভাল কাজ। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিতর্কিত মসজিদ মুনাফিক লোকেরা বানায়। এর মাধ্যমে এক মসজিদের লোক অন্য মসজিদে নামায পড়তে যায় না। তাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ভাব থাকে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

(التوبة : ١٠٧)

অর্থ : যারা মুসলিমের মধ্যে বিভেদ, কুফরি ও ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে মসজিদ


www.pathagar.com

সৃষ্টি করেছে। তারা শপথ করে বলবে আমরা কল্যাণের জন্যই এই মসজিদ বানিয়েছি। আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন, তারা (মুনাফিকরা) মিথ্যাবাদী। (তাওবা-১০৭)

## কারা তিহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ইয়াহুদীরা একাত্তর দলে ও খৃষ্টানরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো আর আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একটি দল ছাড়া সকল দলগুলো জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেছেন ঐ দলটি কারা? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যারা আমার ও আমার সাহাবীদের আদর্শ অনুসরণ করবে। (তিরমিযী)

এ রকম আরো একটি হাদীস পাওয়া যায়। হাদীসটি আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন :

إِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ إِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَهَلَكَتْ سَبْعُوْنَ فِرْقَةً وَخَلَصَتْ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَاِنَّ اُمَّتِىْ سَتُفَرَّقُ عَلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً يُهْلِكَ إِحْدٰى وَسَبْعُوْنَ وَتَخْلَصُ فِرْقَةٌ ـ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ قَالَ الْجَمَاعَةُ ـ (ابن ماجة، احمد)

অর্থ : নিশ্চয় বনী ইসরাঈলগণ একাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো এরপর সত্তরটি দলই ধ্বংস হয়ে গেছে। আর একটি দল ধ্বংস থেকে মুক্তি পেয়েছিলো। নিশ্চয় আমার উম্মত বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে তন্মধ্যে একাত্তরটি দল ধ্বংস হয়ে যাবে, একটি দল ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঐ দলটি কারা? রাসূল (সা.) বললেন, আল-জামায়াহ বা আমার দলই। (আহমাদ)

এ দু'টো হাদীস থেকে আমরা জানতে পেয়েছি যে, রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের আদর্শ অনুসরণকারীরাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ) তার লিখিত তালবিস ইবলিস গ্রন্থে বাহাত্তরটি দলের কথা তুলে ধরেছেন, যে দলগুলোর ব্যাপারে বেশ কিছু আহলে ইলমের মত হচ্ছে এরা পথভ্রষ্ট দল। এরা মূলত : ছয়টি দল, ঐ ছয়টি দলেই বারটি দলভুক্ত রয়েছে। যার ফলে পরে বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে।


www.pathagar.com

ঐ বাহাত্তর দলের পরিচিতি এখন আমরা তুলে ধরছি।

১. আল-হাযামিয়াহ দল ঃ এ দলের মধ্যে আরো এগারটি শাখা রয়েছে তা হচ্ছে ক. আল-আযরাকিয়াহ খ. আল-ইবাদিয়াহ গ. আল-সায়লাবিয়াহ ঘ. আল-হাযামিয়াহ ঙ. আল-মোকাররামিয়াহ চ. আল-কানজিয়াহ ছ. ওয়াল-শামরাখিয়া জ. ওয়াল আখনাসিয়াহ ঝ. আল-মাহকামিয়াহ ঞ. আল-মাইমোনিয়া ট. আল-মোতাযিলা ও হোররোয়িয়াদ এর মধ্যে রয়েছে।

২. আল-কাদরিয়াহ দল ঃ এই দলটির সাথে আরো এগারটি শাখা রয়েছে তা হচ্ছে ঃ ক. আল-আহমারিয়া খ. আল-সানোবিয়া গ. কাদরিয়া দলভুক্ত মোতাযিলা ঘ. আল-ফিসানিয়াহ ঙ. আশ-শয়তানিয়া চ. আশ-শারিকিয়াহ ছ. আল-ওহামিয়াহ জ. আল-রাওয়ান দিয়াহ ঝ. আল-নাকসিয়াহ ঞ. ওয়াল কাসোতয়াহ ট. ওয়াল-নেজামিয়াহ

৩. আল-জাহমিয়াহ দল ঃ এর আরো এগারটি শাখা রয়েছে তা হচ্ছে ক. আল-মোয়াত্তালাহ খ. আল-মোররেসিয়া গ. আল-কাররিয়াহ ঘ. আল-ওয়ারেদিয়া ঙ. আয-যানাদাকা চ. আল-হারকিয়াহ ছ. আল-মাখলোকিয়াহ জ. আল-ফানিয়াহ ঝ. আল-মুগিরিয়াহ ঞ. আল-ওয়াকেফিয়াহ ট. আল-লাফজিয়াহ

৪. আল-মুরজিয়াহ দল ঃ এ দলটির আরো এগারটি শাখা রয়েছে যেমন ক. আত-তারেকিয়াহ খ. আস-সায়েবিয়াহ গ. আল-রাজিয়াহ্ ঘ. আশ-শাকিয়াহ ঙ. আল-বাইহাসিয়াহ চ. আল-মানকোছিয়াহ ছ. আল-মোসতাছনিয়াহ জ. আল-মোজাববাহা ঝ. আল-হাশবিয়াহ ঞ. আয-যাহেরিয়াহ ট. আল-বাদইয়াহ

৫. আর-রাফেজিয়াহ দল ঃ এ দলটির এগারটি শাখা রয়েছে : যেমন

ক. আল-উলুবিয়াহ খ. আল-আসরিয়াহ গ. আশ-শিয়াহ ঘ. আল-ইসহাকিয়াহ ঙ. আল-নাওয়াসিয়াহ চ. আল-ইমামিয়াহ ছ. আয-যাইদিয়াহ জ. আল-আব্বাসিয়াহ ঝ. আল-মোতানাসাখা ঞ. আর-রাজিইয়াহ ট. আল-লায়েনিয়াহ ঠ. আল-মোতারাব্বেদাহ আর-রাফেজিয়াহ দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬. আল-জাবরিয়াহ দল ঃ এ দলটির আরো এগারটি শাখা রয়েছে :

ক. আল-মাজ্তারেবাহ খ. আল-আফয়ালিয়াহ গ. আল-ফরোগিয়াহ ঘ. আল-নাজারিয়াহ ঙ. আল-মোতানিয়াহ চ. আল-কাসাবিয়াহ ছ. আস-সারেকিয়াহ জ. আল-হাবিয়াহ ঝ. আল-খাওফিয়াহ ঞ. আল-ফিকরিয়াহ ট. আল-খাসিয়াহ *. আল-মায়িয়াহ ও আল-জাববিয়াহ দলের অংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (তালবিল ইবলিস, ইবন জওযী-২৩-২৪)


www.pathagar.com

এখানে যে দলগুলোর কথা তুলে ধরা হয়েছে প্রত্যেকের আকিদা বিশ্বাস ভিন্ন রকমের, যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। যার ফলে আহলে ই'লমগণ এই দলগুলোকে পথভ্রষ্ট দল বলে উল্লেখ করেছেন।

জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত দলটির বিষয়ে আমরা আল্লাহর দলের অধ্যায়ে আলোচনা করবো ইনশা-আল্লাহ।

## আল্লাহর দল

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন পবিত্র কুরআনে তাঁর দলের নাম রেখেছেন হিজবুল্লাহ। এর অর্থ হচ্ছে "আল্লাহর দল"। পৃথিবীতে যতো নবী ও রাসূল এসেছেন সকলেই আল্লাহ তা'আলার দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। যুগে যুগে সকল নবী ও রাসূলগণ মানুষের কাছে আল্লাহর ইবাদত পালন করে হিজবুল্লাহ এর অন্তর্ভুক্ত হতে আহবান জানিয়েছেন। অপর দিকে 'তাগুত' বা শয়তানের ইবাদত না করে হিযবুশ শয়তানের অনুসারী হতে নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

(النحل : ٣٦)

অর্থ : আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের আহবান ছিলো তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আর তাগুত (শয়তান)-কে বর্জন করো। (নাহল-৩৬)

শয়তানের ইবাদত না করার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لاَّتَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ. (يس : ٦٠)

অর্থ : হে আদম সন্তান। আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না। (ইয়াসীন-৬০)

আল্লাহ তা'আলা নবী ও রাসূলদেরকে অহি নাযিল করে জানিয়ে দিয়েছেন আমার প্রেরিত অহি মোতাবেক তোমরা অনুসরণ করো। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ. (الاحزاب : ٢)


www.pathagar.com

অর্থ : আপনার প্রতিপালক আপনার প্রতি যা অহি নাযিল করেছেন, তারই অনুসরণ করুন। (আহযাব-২)

অপরদিকে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা.)-কে আমাদের জন্য উসওয়াহে হাসানা (উত্তম আদর্শ) বানিয়েছেন, তাঁকে অনুসরণ করলেই স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা হলো বলে ঘোষণা দিয়েছেন। (নিসা-৮০)

আপনারা সকলে জানেন, দুনিয়ার দলগুলো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঠিক করে তারা নেতা নির্বাচিত করে এবং কর্মীবাহিনী ও কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে বিভিন্ন কর্মসূচীর ঘোষণা দেন। এর আলোকে তারা তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। আর আল্লাহর দলের কার্যক্রম দুনিয়ার রাজনৈতিক দলের মত নিছক কোন পার্টি নয়। বরং এ দলটি আল্লাহর মনোনীত শরিয়তের সকল দিক ও বিভাগগুলো তাঁর যমিনে প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য। এই দায়িত্বটি তিনি সরাসরি পালন না করে যারা এ কাজে এগিয়ে আসবেন তাদের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা করেন। এই জন্য তিনি তার দলের কিছু ব্যক্তিকে "আনসারুল্লাহ" বা সাহায্যকারী চেয়েছেন। যারা দুনিয়াতে তাঁর মনোনিত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করবে, তারাই তার দলের লোক। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আল-মুজাদালায় কারা তাঁর দলের লোক তাদের সম্পর্কে বলেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ أُولٰئِكَ فِى الْأَذَلِّيْنَ كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِىْ ..... أُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. (المجادلة : ٢٢-٢١)

অর্থ : যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। আল্লাহ লিখে দিয়েছেন আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হবো। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও জ্ঞাতি-গোষ্টি হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে অদৃশ্য শক্তির দ্বারা শক্তি-শালী করেছেন। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। (আল মুজাদালা-২০)


www.pathagar.com

এই আয়াতে "আল্লাহর দলের লোক" হতে হলে ছয়টি গুণাবলী তুলে ধরা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

* আল্লাহ এবং তার রাসূলই বিজয়ী হবেন, শয়তানি শক্তিকে পরিণামে পর্যদস্ত ও বিপর্যস্ত হতেই হবে। আল্লাহর এই ওয়াদার প্রতি পাকাপোক্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

* আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দুশমনি করে, এমন লোকেরা আপনজন নিকটাত্মীয় হলেও তাদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব রাখা যাবে না।

* নিছক ঈমানের দাবী নয়, এমন ঈমান যা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বীকৃত। আল্লাহর বিশেষ তৌফিকের ফলে লব্ধ, এমন ঈমানের অধিকারী হতে হবে।

* আল্লাহ প্রদত্ত রূহানী শক্তির বলে বলিয়ান হতে হবে।

* আল্লাহর রেযামন্দি লাভে সক্ষম হতে হবে।

* আল্লাহর যাবতীয় ফয়সালা খুশি মনে ও দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করার মত মন মানসিকতার অধিকারী হতে হবে।

অপরদিকে, আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর দলের লোকেরাই বিজয়ী হবেন বলে সূরা আল-মায়েদায় উল্লেখ করেছেন। তারা কারা সে সম্পর্কে বলেন :

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ.

(المائدة : ٥٦)

অর্থ : যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই আল্লাহর দলের লোক। তারাই বিজয় লাভ করবে। (মায়েদা-৫৬)

এই আয়াতে তিনটি গুণের অধিকারীরাই আল্লাহর দলের লোক বলা হয়েছে।

ক. আল্লাহ তা'আলা খ. রাসূল (সা.) গ. ঈমানদারদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তারাই আল্লাহর দলের লোক। তারাই দুনিয়ার সকল বস্তু থেকে আল্লাহ ও তার রাসূল এবং ঈমানদারদেরকে ভালবাসে।

## কাকে আল্লাহ ভালবাসেন

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন, পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের মধ্য থেকে বেশ কিছু গুণের



www.pathagar.com

অধিকারী লোককে ভালবাসেন। তাদেরকে তিনি বিভিন্ন নামে উপাধীও দিয়েছেন। ঐ নামগুলো আমরা ধারাবাহিক তুলে ধরছি।

* মুহসেনিন ঃ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে ইহসান বলে। আল্লাহ ইহসান শব্দটি আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। ইহসান শব্দটি হাদীসে জিবরিলে উল্লেখ করে এর ব্যাখ্যায় রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ এমনভাবে ইবাদত করো, যেন তুমি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছো। আর যদি সে পর্যায়ে পৌছাতে না পারো, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, বাকারা ১৯৫ আয়াতের ব্যাখ্যা) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ. (ال عمران : ١٣٤)

অর্থ : যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (ইমরান-১৩৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ. (ال عمران : ١٤٨)

অর্থ : আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখেরাতের কল্যাণও দান করেছেন। আর যারা সৎ কর্মশীল তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান-১৪৮)

* মুত্তাকি ঃ যারা আল্লাহর হারামকৃত বস্তু থেকে বেঁচে থাকে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলে তারাই মুত্তাকি বলে। পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারার ৩ নং এবং ১৭৭ নং আয়াতে কারা মুত্তাকি, তাদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। মুত্তাকিদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ. (ال عمران : ٧٦)

অর্থ : হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজের ওয়াদা পূরণ করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকিদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান-৭৬)



www.pathagar.com

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

فَأَتِمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلٰى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ. (التوبة : ٤)

অর্থ : তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকিদেরকে ভালবাসেন। (সূরা তাওবা-৪)

* ধৈর্যধারণকারী ঃ ধৈর্য এমন একটি গুণ, যা মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সে সফলতা অর্জন করবে। আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী পালন করতে ধৈর্যের প্রয়োজন। এ ছাড়া দৈনন্দিন জীবনে মোয়ামেলা ও মোয়াশেয়াতে ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন এবং ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ أَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ. (ال عمران : ١٤٦)

অর্থ : আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান-১৪৬)

* ভরসাকারী ঃ ঈমানদার ব্যক্তিরা সব কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করে। যারা আল্লাহর উপর ভরসা করবে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ـ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ. (ال عمران : ١٥٩)

অর্থ : (হে নবী) আপনি যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীকে ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান-১৫৯)

* তওবাকারী ও পবিত্রতা গ্রহণকারী ঃ যারা নিজের অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় এবং সব সময় পরিষ্কার পরিছন্ন এবং পবিত্রতা গ্রহণ করে চলে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. (البقرة : ٢٢٢)

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা গ্রহণকারীকে ভালবাসেন। (সূরা বাকারা-২২২)



www.pathagar.com

* সুবিচারকারী : মানুষের জীবনে অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। ঐ সমস্যাগুলোর ন্যায়বিচার অনেকে পায় না আবার কেউ ন্যায়বিচার পায়। যিনি ন্যায়বিচার করবেন তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

(المائدة : ٤٢)

অর্থ ঃ (হে রাসূল) যদি মানুষের মাঝে ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীকে ভালবাসেন। (সূরা মায়েদা-৪২)

* আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ঃ যারা আল্লাহর যমিনে তাঁর মনোনীত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ. (صف : ٤)

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদেরকে ভালবাসেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় কাতার বন্দী হয়ে সংগ্রাম করে, যেন তারা সীসা লাগানো প্রাচীর। (সূরা সফ-৪)

## আল্লাহর দলের লোকের কার্যাবলী

আল-কুরআন ও রাসূলের বাণী হাদীস অধ্যয়ন করলে জানা যায়, যারা মুমিন, মুসলিম, ছিদ্দিকিন, শহীদ, মুত্তাকি, মুহসেন, ধৈর্যশীল, সালেহীন তারাই আল্লাহর দলের লোক। তাদের মধ্যে মুত্তাকী লোকেরাই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানের স্থানে থাকবেন। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ ـ (الحجرات : ١٣)

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে তাকওয়াবান। (সূরা হুজুরাত-১৩)

এখন আল্লাহর দলের লোকের কার্যাবলীগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

* আল্লাহর উপর ঈমানের আহবান ঃ আল্লাহর দলের লোকেরা মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহর উপর ঈমান আনার আহবান জানায়। সেই ঈমান হতে হবে শির্ক মুক্ত


www.pathagar.com

খাঁটি ঈমান। ঈমান ছাড়া কোন ভাল আমল গৃহিত হবে না। সকল নবী ও রাসূলগণ মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। গাইরুল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করাই তাওহিদ বা একত্ববাদের মূলকথা। এই একত্ববাদের দাওয়াত আল্লাহর রাসূল (সা.) নারী জাতি থেকে প্রথমেই শুরু করেছেন। তিনি হচ্ছেন মা খাদিজা (রা.)। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে : বর্তমানে পুরুষ মুসলিমরা নারী জাতির কাছে দাওয়াতী কাজ খুবই নগণ্য করছে বলেই নারীরা আজ অনৈসলামিক পথে বেশী ধাবিত হচ্ছে। রাসূল (সা.) ব্যবসায়ী আবু বকর (রা.) এর কাছে ঈমানের দাওয়াত দেন; এরপর কিশোর "আলীর" কাছে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। তারপর তাঁর পালক পুত্র যায়েদের কাছে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করেন। এইভাবে আল্লাহর দলের লোক মুহাম্মদ (সা.) দুনিয়াতে সফল হয়েছেন। মোত্তাকি হওয়ার জন্য আল্লাহ দশটি গুণাবলী তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এর সাথে আরো নয়টি বিষয়ের সাথে যারা একাত্মতা বোধ করবে তারাই ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী। (সূরা তাওবা-১৭৭)

* কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার আহবান ঃ ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। যদিও তাঁর পিতা, ভাই, সন্তান, স্ত্রী, আত্মীয় স্বজন কাফের হলেও ঈমানের কারণে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا اٰبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ (التوبة : ٢٣)

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের চাইতে কুফরকে ভালবাসে। এমতাবস্থায় কেউ যদি তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারাই যালেম বা সীমালঙ্ঘনকারী। (সূরা তাওবা-২৩)

একই সূরার ২৪ নং আয়াতে তিনটি জিনিসের চাইতে আটটি বস্তুকে যদি কেউ


www.pathagar.com

অধিক ভালবাসে তাহলে শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। সে তিনটি বস্তু হচ্ছে– ক. আল্লাহর ভালবাসা, খ. রাসূল (সা.) এর ভালবাসা, গ. আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা। আর ৮টি বস্তু হচ্ছে ঃ ১. পিতা ২. সন্তান ৩. ভাই ৪. স্ত্রী ৫. গোত্র ৬. অর্জিত সম্পদ ৭. ব্যবসা বন্ধ হওয়ার ভয় এবং ৮. প্রিয় বাসস্থান। (তাওবা-২৪)

এই আটটি বস্তুই মানুষকে আল্লাহর দলের অনুসারী হতে বাধা প্রদান করে এর ফলে আল্লাহ ঐ সমাজের ও রাষ্ট্রের উপর শাস্তি আরোপ করেন। বর্তমানে আমরা মুসলিমরা কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি বিধায় সেই বন্ধুরা মুসলিম দেশসমূহে বিভিন্ন অজুহাতে আক্রমণ চালাচ্ছে। মুসলিমরা তা দেখেও এর প্রতিরোধ করতে পারছে না।

* আল-কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী আমল করতে আহবান জানায় ঃ আল্লাহর দলের লোকেরা নিজে আল-কুরআন ও হাদীস অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করে এবং অন্য লোকদেরকে ঐ অনুযায়ী চলার উপদেশ দেয়। কারণ অনেক ভণ্ড মুসলিম, নিজেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী দাবী করে, অথচ তার দ্বীনি কাজ কর্মে বিদয়াত দিয়ে পরিপূর্ণ। মাজার, খানকা, ওরস মোবারক, জসনে জুলুস ঈদে মিলাদুন্নবীসহ অনেক অনৈসলামিক কার্যক্রম করে সঠিক পথে আছে বলে দাবী করে। আল্লাহর দলের লোকেরা আল-কুরআন ও আল-হাদীস ব্যতীত নিজের খেয়াল অনুযায়ী কোন আমল করতে রাজি হয় না। কারণ রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন :

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ. (مسلم)

অর্থ : আমি তোমাদের জন্য দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা এর অনুসরণ করো তাহলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) ও অন্যটি তাঁর রাসূলের সুন্নাহ (হাদীস)। (মুসলিম)

* মুনাফিক ও মুশরিকদের কার্যাবলী থেকে বেঁচে থাকে ঃ ওয়াদা খেলাফ করা, মিথ্যা কথা বলা, আমানতের খেয়ানত করা, ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহারকারী হচ্ছে মুনাফিক। আর আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহর দলের লোকেরা। কিন্তু মুনাফিক ও মুশরিকরা আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও রাসূল (সা.) কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আল্লাহ বলেন :


www.pathagar.com

قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ. (التوبة : ٦٥)

অর্থ : হে নবী বলুন, তারা কি আল্লাহ ও তাঁর আয়াত এবং রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে? (সূরা তাওবা-৬৫)

পরের আয়াতগুলোতে বুঝা যাচ্ছে তারাই মুনাফিক। তাই বর্তমানে আমরা দেখতে পাই মুসলমান নামধারী অনেক লোক, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও আল-কুরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে। এরাই হচ্ছে মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত। অথচ তাদের নামগুলো মুসলমানের।

## মুক্তি প্রাপ্ত দল কোনটি

পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে অসংখ্য দল গঠিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কোন ব্যক্তির আদর্শ অথবা মানব রচিত মতবাদ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দল গঠন করেছে। আল-কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে ঐ দলগুলো শয়তানের দল। অপর দিকে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ জীবনের সকল পর্যায়ে তা বাস্তবায়নের জন্য দল গঠন করেছে, তারা হচ্ছে আল্লাহর দল। ইতোপূর্বে আমরা আল্লাহর দল ও শয়তানের দলের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং তাদের কার্যাবলী তুলে ধরেছি। এর মাধ্যমে আপনারা জানতে পেরেছেন কারা কোন দলের অনুসারী।

অপর দিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন দল দেখা যায়। সবাই তাদের দলকে সঠিক এবং মুক্তি প্রাপ্ত দল মনে করে। একে অন্যকে পথভ্রষ্ট, ওহাবী এবং ধর্ম ব্যবসায়ী, তাবলীগী, জামায়াতী, সুন্নী, বিদয়াতি, পীরপন্থী, মাজার পন্থী, কেয়ামী, লাকেয়ামী, আহলে সুন্নাহ পন্থীসহ আরো অনেক নামে সম্বোধন করে। এর ফলে সাধারণ মুসলিমগণ বিভ্রান্তে পড়ে গিয়ে বলে কোন দলটি সঠিক পথে আছে আমরা কিভাবে বুঝবো? সবাই তো ইসলামের কথা বলে। ঐ সমস্ত বিভ্রান্তি থেকে সঠিক ও সত্য আল্লাহর দল বা মুক্তি প্রাপ্ত দল আসলে কোনটি তা আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। তবেই আপনারা বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে বাস্তব সত্যকে জানতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

প্রত্যেক মুসলিমের একথা জেনে রাখা উচিৎ, আল্লাহর দল বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল নিজে দাবী করলেই তা হয়ে যায় না। ঐ দলটি চেনার জন্যে কিছু মূলনীতি আল্লাহ


www.pathagar.com

আল-কুরআনে ও রাসূল (সা.) হাদীসে তুলে ধরেছেন। ঐ মূলনীতিগুলো এখন আমরা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

১. আল-কুরআনের অনুসারী হতে হবে ঃ যে দল তার সকল কার্যাবলীতে আল-কুরআনকে অগ্রাধিকার দেয়, সেই দলই মুক্তি প্রাপ্ত দল। কিছু কিছু ইসলামী দলে দেখা যায়, নেতা ভুল করলে তার দোষ বলা যাবে না, তিনি যা করেছেন, বা বলেছেন সঠিক বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا. (ال عمران : ١٠٣)

অর্থ : তোমরা আল্লাহর রশিকে সবাই মিলে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আল ইমরান-১০৩)

এখানে আল্লাহর রশি বলতে আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন)

২. আল-হাদীসের অনুসারী হওয়া : যে দল তাঁর কার্যাবলীতে আল-হাদীসকে অনুসরণ করে কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করে সেই আল্লাহর দল। যারা হাদীসকে শুধুমাত্র ইবাদতে পালন করে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় তা প্রয়োগ করতে রাজি হয় না, তারা মুক্তি প্রাপ্ত দল নয়। বরং তারা পথভ্রষ্ট দল। রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জে বলেন, আমি তোমাদের কাছে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, এ দু'টোকে আঁকড়ে ধরে চললে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টো জিনিস হচ্ছে ক. আল-কুরআন, খ. আমার সুন্নত বা হাদীস। (মুসলিম)

আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন ঃ

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. (١١٢)

অর্থ : আপনার প্রতি আমি (কুরআন) নাযিল করেছি এবং প্রজ্ঞাও নাযিল করেছি। আর আপনাকে এমন বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছি, যা আপনি জানতেন না। (নিসা-১১৩)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেছেন, আমি আপনার প্রতি হেকমত নাযিল করেছি। এই হেকমত অর্থ হচ্ছে রাসূলের বাণী– হাদীস। এটিও আল্লাহ রাসূলের জীবনীতে নাযিল করেছেন। তাই উভয়ের বাস্তবায়নই ওয়াজিব। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন)

৩. খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ করা ঃ হেদায়েতপ্রাপ্ত সত্যনিষ্ঠ খলিফাদের


www.pathagar.com

অনুসরণকারী দলই হচ্ছে আল্লাহর দল বা মুক্তি প্রাপ্ত দল। আল-কুরআন ও রাসূলের হাদীস অনুসরণ করে চারজন খলিফা দেশ পরিচালনা করেছেন, তারা হচ্ছেন আবু বকর ছিদ্দিক (রা.), ওমর ফারুক (রা.) ওসমান (রা.) এবং আলী (রা.)। যে দল তাদের কর্মপন্থায় পরিচালিত হবে, তারাই মুক্তি প্রাপ্ত দল বলে রাসূল (সা.) ঘোষণা দিয়েছেন। মুহাম্মাদ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرٰى إِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِىْ. (ابو داود، تزمذى، ان ماجة)

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে, সুতরাং তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আমার সুন্নত (হাদীস) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত (নীতি)-কে অনুসরণ করবে। (আবু দাউদ)

এই নীতির বিপরীত যে সমস্ত দল অন্য কারো আদর্শ, কোন নেতা বা পীর ও দলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের কাজ করে তারা মুক্তি প্রাপ্ত দল নয়। এই হাদীসের শেষে বলা হয়েছে আমার ও আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণকারীরাই মুক্তি প্রাপ্ত দল। তাহলে রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের কার্যাবলী অনুসরণকারীই আল্লাহর দলের লোক হিসেবে বিবেচিত হবে।

## রাসূলের (সা.) কার্যাবলী

মুহাম্মাদ (সা.) হেরা গুহায় যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন তখন আল্লাহ প্রথম অহি নাযিল করেছেন 'পড়া' সম্পর্কে। এরপর পড়াকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে কলমের– (লিখার) কথা তুলে ধরেছেন। তাহলে বুঝা যাচ্ছে প্রথমে– জ্ঞানার্জন করবে, তারপর ঐ জ্ঞানকে লিখে রাখতে হবে। তাহলে ঐ জ্ঞানকে যুগ যুগ ধরে রাখা সম্ভব হবে। মানুষের কাছে যে জ্ঞান এসেছে, এটি আল্লাহ প্রদত্ত। তিনিই মানুষকে অজানাকে জানার ব্যবস্থা করেছেন। এর সকল কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, মানুষের কোন কৃতিত্ব নেই। যা আল্লাহ মূসা (আ.) ও খিজির (আ.)-এর ঘটনায় (সূরা আল-কাহাফে) তুলে ধরেছেন।

রাসূল (সা.) হেরা গুহায় জিবরিলকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন, তার স্ত্রী খাদিজাকে বললেন, 'আমাকে কম্বল দাও'। সকল ঘটনা স্ত্রীর কাছে তুলে ধরার পর স্ত্রী খাদিজা (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, আমার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে আপনাকে নিয়ে যাব। তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিলের বড় পণ্ডিত


www.pathagar.com

ছিলেন। এখানে একটি বিষয় জানা রাখা উচিৎ, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত কিতাবটিই ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় নাযিল করেছিলেন, অপরদিকে যাবুর কিতাবটি দাউদ (আ.)-এর উপর ইউনান (গ্রীক) ভাষায় নাযিল করেছেন। আর ইঞ্জিল গ্রন্থটি ঈসা (আ.)-এর উপর সুরিয়ানী (প্রাচীন সিরিয়ান) ভাষায় নাযিল করেছিলেন। ওয়ারাকা ইবনে নওফল হিব্রু ভাষা থেকে আরবী ভাষায় তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুবাদ করতেন। জাহেলিয়াতের যুগে মূর্তি পূজা থেকে বিমুখ হয়ে তিনি খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খাজিদা (রা.) নওফেলের কাছে সকল ঘটনা বলার সাথে সাথে তিনি বলেন, যদি তুমি সত্যি বলে থাকো, তবে নিশ্চয়ই তাঁর নিকট ঐ ফেরেশতাই আগমন করেছেন, যিনি ঈসা (আ.)-এর কাছে আগমন করতেন। (ইসলামের ইতিহাস)

ইসলামের দাওয়াত দেয়া : রাসূলুল্লাহ (সা.) নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর দাওয়াতী কাজ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ. (المائدة : ٦٧)

অর্থ : হে রাসূল, আপনার প্রতিপালক আপনার উপর যা নাযিল করেছেন, আপনি তা প্রচার করুন। (মায়েদা-৬৭)

এরপর রাসূল (সা.) তাঁর পরিবার-পরিজন থেকে ইসলামের দাওয়াত শুরু করেছেন। তারপর পাড়া প্রতিবেশী, এরপর সমাজ ও রাষ্ট্রের জনগণের কাছে আল্লাহর বাণীর কথা তুলে ধরেছেন। যারা ইসলামকে কবুল করছে তাদেরকে ঈমান, আকীদা, বিশ্বাস, হালাল-হারামসহ ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তালীম দেয়া উচিৎ। কিন্তু আমরা মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। পিতা, মাতা মুসলমান, তাই আমিও মুসলমান। বাস্তবে ইসলাম সম্পর্কে অনেক জিনিস অজানা থাকায় আমরা পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হতে পারেনি। তাই ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করে পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করা উচিৎ।

অপরদিকে, আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা হে কাফেররা, হে আহলে কিতাব, হে মানুষেরা বলে সম্বোধন করে অনেক কথা বলেছেন। তাদের কাছে এই সত্য কথাগুলোকে কে পৌঁছাবে? সে জন্য প্রয়োজন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সঠিক কথাগুলো বিশ্বের বিভিন্ন অমুসলিম জাতির কাছে পৌঁছানো। এর ফলে তারা নিজের ভুলকে সংশোধন করে ইসলামের ছায়াতলে আসবে। তাই


www.pathagar.com

মুসলিমদের উচিৎ অগণিত কাফের, আহলে কিতাব, মুশরিকের কাছে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন দেশে মুসলিম মিশনারী প্রেরণ করা। এর ফলে তারা একদিন ইসলামের ছায়াতলে আসবে এবং বিভিন্ন ভাষায় আল-কুরআন ও হাদীস অনুবাদ করে তাদের কাছে প্রেরণ করা উচিৎ।

* ইসলামের মূর্ত প্রতীক হওয়া ঃ আল্লাহ তা'আলা মুসলিম মিল্লাতকে সর্বোত্তম জাতির মর্যাদার আসনে স্থান দিয়েছেন। বিশ্বের অন্যান্য জাতিগুলো মুসলিম সভ্যতা, সংস্কৃতি, কাজ কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস আদালত, শিক্ষা দীক্ষাসহ সকল দিকগুলো দেখে বিধর্মীয় ইসলামের সুমহান আদর্শে দীক্ষিত হবে। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে বর্তমান যুগের মুসলিমরা ইসলামী আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণের পরিবর্তে বিধর্মীদের কৃষ্টি, কালচার অনুসরণ করছে। এমনকি অমুসলিমদের মিথ্যা প্ররোচনার সাথে যুক্ত হয়ে মুনাফিক নামধারী লোকেরা ইসলাম ধর্মের অনুসারীদেরকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গী বলতে দ্বিধাবোধ করে না। সত্যিকার কোন মুসলিম সন্ত্রাসী, জঙ্গী হতে পারে না। তাই, মুসলিমদের উচিৎ আল-কুরআন ও রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ করে ইসলামের সঠিক মূর্ত প্রতীক হিসেবে প্রমাণ করা যে, মুসলমানরা কখনো সন্ত্রাসী ও জঙ্গী নয়। বরং অমুসলিমরাই সন্ত্রাসী।

* দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা : আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নামাযের জন্য اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ অর্থ নামায প্রতিষ্ঠা করো তেমনি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য একই শব্দ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ অর্থ দীন প্রতিষ্ঠা করো উল্লেখ করেছেন। নামায যেমন সকল মুসলিমের উপর ফরয, তেমনি দ্বীন যমিনের বুকে প্রতিষ্ঠা করাও ফরয।

আমরা দেখতে পাই, অনেক মুসলিম নামায পড়তে চেষ্টা করেন। কিন্তু দ্বীনকে যমিনে প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসেন না। অথচ রাসূল (সা.) কে আল্লাহ দুনিয়াতে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন :

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. (صف : ٩)

অর্থ : তিনি আল্লাহ, রাসূল (সা.)-কে হেদায়েত ও সত্য দীন দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, যাতে সকল দ্বীনের উপর এটিকে বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকা তা অপছন্দ করে। (সফ-৯)


www.pathagar.com

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ বুঝাচ্ছেন "যমিনে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে সকল ধর্ম থেকে ইসলামকে উচ্চস্থানে আসীন করতে হবে।

নূহ (আ.) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত "উলুল আযমে মিনার রাসূলগণ" অর্থাৎ দৃঢ়চেতা রাসূলেরা ইকামতে দীনের আনজাম দিয়েছেন।

এ তথ্যটি আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা আশ-শূরার ১৩ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। এ কাজটি বাস্তবায়ন করতে গেলে শয়তানের দোসরগণ আল্লাহর দলের অনুসারীদের উপর আক্রমণ, নির্যাতন, আহত এবং হত্যার মতো কাজ পরিচালনা করবে। কিন্তু ঈমানদার ও আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সকল ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে যায়। তারা আহত, নিহত হওয়ার বিষয়টি রাসূলদের সুন্নত হিসেবে মনে করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে।

* সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা : পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও ঐ ভূখণ্ডের মানুষের মাঝে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। এর ফলে সমাজের মধ্যে মানুষেরা সৎ কাজ করার উৎসাহ ও প্রতিযোগিতা করবে এবং অসৎ ও অশ্লীল কাজের প্রতিরোধ করবে। এ কাজটি একা একা করা সম্ভব নয়। সৎ লোকেরা একত্রিত হয়ে ছোট ছোট গ্রুপ করে মানুষের মধ্যে অসৎ কাজের অপকারিতা তুলে ধরবে। এর ফলে মানুষের মাঝে অসৎ কাজে অনিহা সৃষ্টি হবে এবং সৎ কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেবে এবং তা পালনে অগ্রসর হবে।

**শেষকথা :** প্রিয় পাঠক! আল্লাহর দলের গুণাবলী ও শয়তানের দলের গুণাবলী দ্বারা চেনে, কারা সত্যিকার কোন্ দলের অনুসারী তা দেখে সঠিক ও পথভ্রষ্ট দল পৃথক করে সঠিক আল্লাহর দলের অনুসরণ করুন, আমিন। ■


www.pathagar.com

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

www.pathagar.com